সূচীপত্র
সাপ্তাহিক
আরাফাত
مجلة
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
www.weeklyarafat.com
৬৬ বর্ষ
সংখ্যা: ৪৯-৫০
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার
বর্ষের
শেষ সংখ্যা

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নওয়াবপুর রোড শাখা যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১	**সাপ্তাহিক আরাফাত** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।	**মাসিক তর্জুমানুল হাদীস** শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ’র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ৪৯-৫০
✱ বার : সোমবার

◈২২ সেপ্টেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী
◈০৭ আশ্বিন-১৪৩২ বাংলা
◈২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬
সহযোগী সম্পাদক : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
বিপণন অফিসার : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
কম্পিউটার বিভাগ : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
টেলিফোন : ০২-২২৪৪৫৮৫৫১

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

✍ সম্পাদকীয় ০৩

✍ আল কুরআনুল হাকীম :

❖ বিজয় ও সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রশংসা-ইস্তেগফার!

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪

✍ হাদীসে রাসূল ﷺ :

❖ প্রকৃত বীর

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮

✍ প্রবন্ধ :

❖ মুহাম্মদী চেতনা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১২

❖ জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ শ্রবণ প্রসঙ্গ

জান্নাতুল মহল- ১৬

✍ ক্বাসাসুল হাদীস :

❖ সত্যবাদী চোর

আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ১৮

✍ বিশেষ প্রতিবেদন :

❖ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার একটি পর্যালোচনা'

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম- ১৯

✍ সমাজচিন্তা :

❖ মাদকের কবলে যুবসমাজ

মো. সাব্বির আহমেদ বিন সাইফুল ইসলাম- ২৫

✍ নিভৃত ভাবনা :

❖ আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৮

✍ কিশোর ভুবন :

❖ আকাশ থেকে নামবেন এক মহান অতিথি

আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৩২

✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৩৩

☐ ৬৬ বর্ষে প্রকাশিত বিষয়সমূহ ৩৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

নিরবচ্ছিন্ন পথে ৬৭টি বছর : এক দীপ্ত ভোরের নাম 'আরাফাত'

সময় যেন নীরব এক যাত্রী–চলে যায়, অথচ রেখে যায় পদচিহ্ন। ইতিহাসের ক্যালেন্ডারে ১৯৫৭ সালটি যেন এক আলোকবর্তিকা। সে বছরই শুরু হয় এক জ্ঞানের অভিযাত্রা, আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর। আজ সেই পথচলা ছুঁয়ে ফেলেছে ৬৭তম সিঁড়ি। আমাদের এই দীপ্ত অভিযাত্রার পেছনে যেমন আছে কষ্টের কাহিনী, তেমনি আছে গৌরবের ইতিহাস, আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি এবং এক মহৎ লক্ষ্যকে ধারণ করার দৃঢ়তা।

আরাফাত– শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, এটি একটি চিন্তা, একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি আদর্শের বাণীবাহক। যার হৃদয়জুড়ে কুরআন-সুন্নাহর সুশীতল ছায়া, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় মেলে ধরা হয় ইসলামী ভাবনার সত্য, সৌন্দর্য ও সরলতা। সে ভাবনা যে আকিদায় রচিত, তা হলো সালাফে সালিহীনের উজ্জ্বল মানহাজ –যার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা সত্য ও প্রজ্ঞার দীপ্ত আলো ছড়াতে চেয়েছি নিরন্তর।

স্মরণ করি সেই মহান ব্যক্তিত্বকে– আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) –যিনি একদা ভাষার আলোয়, মননের দীপ্তিতে এবং সাহসী কলমের ছোঁয়ায় এই পত্রিকাটিকে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা শুধু লেখনিতে নয়, ছিল নেতৃত্বেও, ছিল ঐক্যের আহ্বানে। তিনি প্রকাশ করেছিলেন মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, আর তারপর হাতে তুলে নেন সাপ্তাহিক আরাফাত-এর শপথ।

সেই দীপ্ত শপথ আজ ৬৭ বছর পরেও আমাদের হৃদয়ে গাঁথা। কালের পরিক্রমায় সমাজে প্রযুক্তির আধিপত্য এসেছে, পাঠকের রুচিতে এসেছে পরিবর্তন, কিন্তু আরাফাত তার মূল আত্মা হারায়নি। হারায়নি নিরপেক্ষতা, যুক্তির ভারসাম্য এবং আদর্শের সরলতা।

আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আরেক নক্ষত্রের নাম –প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)। একাধারে শিক্ষক, চিন্তাবিদ ও সংগঠক এই মহান মানুষটি টানা ৪৩ বছর ধরে আরাফাত-এর জন্য নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরশে এ পত্রিকাটি পেয়েছে এক স্থায়িত্ব, এক প্রজ্ঞাময় পরিচয়। তার হাত ধরেই আরাফাত ছুঁয়েছে পাঠকের হৃদয়, সমাজের বিবেক, আর ভবিষ্যতের দিগন্ত।

এটি সত্য যে, কালের স্রোতে অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়। কিন্তু আরাফাত থেকে যায়– তার নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব অভিব্যক্তিতে। কাগজের পাতায় নয় শুধু, পাঠকের চেতনায়। কারণ, এখানে লেখা হয় আলোকিত সমাজ গঠনের গাথা, তাওহীদের আহ্বান, সুন্নাহর সৌন্দর্য, আর সালাফি চিন্তার দীপ্তি।

এই বর্ষপূর্তিতে আমরা শুধু অতীত স্মরণে আবদ্ধ হতে চাই না; আমরা চাই নতুন দিনের শপথ নিতে –সত্য ও হক্বের পথে আরও দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে। আমরা চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম কেবল পাঠক না হয়ে হয়ে উঠুক লেখক, চিন্তাবিদ, সত্যসন্ধানী। আরাফাত যেন তাদের জন্য হয় একটি জানালা –যেখান থেকে দেখা যায় কুরআন-সুন্নাহর নির্মল আকাশ।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকরিয়া, যিনি আমাদের এই দীর্ঘ পথচলার তাওফীক্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সকল পাঠক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা –আপনারাই আমাদের প্রেরণা।

৬৭ বছরে পা রাখা আরাফাত আজ নতুন করে প্রতিজ্ঞা করছে–

"আমরা লিখে যাবো হক্বের কথা, ছড়িয়ে দেবো সত্যের আলো, যতদিন কলমে থাকবে কালি, হৃদয়ে থাকবে ঈমান।" ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

বিজয় ও সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রশংসা-ইস্তেগফার!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক তাওবাহ্ গ্রহণকারী।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

إِذَا جَآءَ -যখন আসে, نَصْرُ اللّٰهِ -আল্লাহর সাহায্য, وَالْفَتْحُ - এবং বিজয়, وَرَاَيْتَ -এবং তুমি দেখবে, النَّاسَ -মানুষকে, يَدْخُلُوْنَ -তারা প্রবেশ করে فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ -আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে, اَفْوَاجًا -দলে দলে, فَسَبِّحْ -তখন তুমি তাসবীহ্ পাঠ করো, بِحَمْدِ رَبِّكَ -তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে, وَاسْتَغْفِرْهُ -আর তুমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, اِنَّهٗ - নিশ্চয় তিনি, كَانَ تَوَّابًا -অধিক তাওবাহ্ কবুলকারী।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়, নামকরণ, নাযিলের সময় ও স্থান

সূরা ও আয়াতের পরিচয় : দারসে উল্লেখিত সূরাটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের ১১০ নম্বর সূরা, সূরা আন-নাসর।

সূরার নামকরণ : সূরাটির নাম- সূরা আন-নাসর, আরবী- النصر শব্দের অর্থ- সাহায্য, সহযোগিতা। এই শব্দটি সূরার প্রথম আয়াতেই রয়েছে, সেখান থেকেই উক্ত নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার আরো একটি নাম রয়েছে সেটি হলো– সূরাতুত তাওদী (অর্থ- বিদায়ী সূরা)। এ সূরায় রাসূল (ﷺ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম "সূরা তাওদী"।[২]

নাযিল হওয়ার সময় ও স্থান : তাফসীরকারীদের সর্বসম্মত অভিমত সূরাটি মাদানী সূরা এবং এর আয়াত সংখ্যা- ৩টি। এ সূরাটি অবতীর্ণের দিক দিয়ে সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা।[৩]

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আইয়্যামে তাশরীক (১১, ১২, ১৩ যিলহাজ্জের) মাঝামাঝি দিনে মিনায় এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জে ছিলেন। সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে রাসূল (ﷺ) বুঝতে পারলেন যে, এটাই তাঁর শেষ হজ্জ, অতঃপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি প্রদান করেন।[৪]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী (ﷺ) যে সালাতই আদায় করতেন তাতে তিনি «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» পাঠ করতেন।[৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকূ' ও সিজদাতে এ দু'আটি বেশি বেশি করে পাঠ করতেন।[৬]

আলোচ্য বিষয়

মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোত্রীয় প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে থাকে এবং দলে দলে মানুষ মুসলমান হতে থাকে, সে কথা বলা হয়েছে আলোচ্য সূরার প্রথম দু'টি আয়াতে। অতঃপর সূরাটির তৃতীয় (অর্থাৎ- শেষ) আয়াতে উক্ত অনুগ্রহ লাভের শুকরিয়াস্বরূপ রাসূল (ﷺ)-কে করণীয় নির্দেশনা দেয়া

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আন্-নাস্র : ১-৩।*

[২] *তাফসীর মারেফুল কুরআন।*

[৩] *ফাতহুল বারী- ৮/৬০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৩০২৪।*

[৪] *দালায়েল- ইমাম বায়হাক্বী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হা. ৯৪৬৪।*

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৬৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮৪।*

[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৬৮।*

হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তুমি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং বেশি বেশি তাওবাহ্-ইস্তেগফার করো।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴾

"যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয়।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'আল্লাহর সাহায্য' বলতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে মহান আল্লাহর সাহায্য। যেমন- বদর, ওহোদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে। অতঃপর 'বিজয়' অর্থ 'মক্কা বিজয়' যা ৮ম হিজরির ১৭ রমাযান মঙ্গলবার সকালে সংঘটিত হয়েছিল। এখানে عطف الخَاص على العَام হয়েছে। অর্থাৎ- সকল সাহায্য, বিশেষ করে মক্কা বিজয়। যেমন- বলা হয়েছে,

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا﴾

"(ক্বদরের রাত্রিতে) নাযিল হয় ফেরেশ্‌তামণ্ডলী ও জিব্‌রা-ঈল।"[৭]

এর মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এখানে إِذَا অর্থ قَدْ অর্থাৎ- قَدْ جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ "অবশ্যই এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়" *(কুরতুবী)*। কেননা সূরা আন্ নাস্‌র নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের প্রায় সোয়া দু'বছর পরে ১০ম হিজরির যিলহাজ্জ মাসের সম্ভবত ১২ তারিখে মিনায় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী সময়ে। সে কারণ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়" এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না।[৮]

তাছাড়া إِذَا হলো تحقيق বা নিশ্চয়তাবোধক অব্যয়, যা إِنْ-এর বিপরীত। কেননা إِنْ হলো সন্দেহ বা অনিশ্চয়তাবোধক অব্যয় *(তানতাভী)*।

[৭] *সূরা আল-ক্বদ্‌র : ৪।*

[৮] *যেমন- অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দীন খান, ড. মুজীবুর রহমান, মাওলানা মওদূদী (উর্দু), মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ (উর্দু ও তার বঙ্গানুবাদ) ও ই. ফা. বাং, ঢাকা। তবে 'আব্দুল্লাহ ইউসুফ 'আলী স্বীয় ইংরেজী তাফসীরে যথার্থ অনুবাদ করেছেন When comes the help of God। যদিও God না বলে Allah বলা উচিৎ ছিল।*

إِذَا সাধারণত শর্তের অর্থ দেয়, যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হয়। যেমন- রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ.

'যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।'[৯]

কিন্তু إِذَا 'নিশ্চয়তা' অর্থেও আসে, যা নিশ্চিতভাবে ঘটে গেছে ও ঘটছে। যেমন- মসজিদে নববীতে জুমু'আর খুৎবারত অবস্থায় দেহিইয়াহ বিন খলীফা (তখন অমুসলিম ছিলেন) তবলা বাজাতে বাজাতে তার ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। তাতে 'আব্বাস ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ মাত্র ১২জন বাদে সব মুসল্লী দ্রুত বেরিয়ে যান। সে উপলক্ষে আয়াত নাযিল হয়,

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا﴾

"আর যখন তারা ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখল, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল।"[১০]

এখানে إِذَا ভবিষ্যৎ অর্থে নয়; বরং বর্তমান ও নিশ্চিত অর্থে এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا﴾

"এবং তুমি মানুষকে দেখছ তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মক্কা বিজয়ের পরের বছর অর্থাৎ- ৯ম ও ১০ম হিজরিকে ইতিহাসে عام الوفود 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ সময় আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করছিল। আব্দুল ক্বায়েস গোত্র, সাক্বীফ গোত্র, ইয়ামন, হামাদান, নাজরান, তাঈ, আশ'আরী ও সর্বশেষ নাখ্ঈ গোত্রের প্রতিনিধিদলসহ জীবনীকারগণ ৭০-এর অধিক প্রতিনিধিদলের বর্ণনা দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পরে দলে দলে ইসলাম কবুলের অন্যতম কারণ ছিল বিশ্বাসগত। কারণ লোকেরা

[৯] *মুসনাদ আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১৬; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৩০২।*

[১০] *সূরা আল জুমু'আহ্ : ১১; সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৯৯; সহীহ মুসলিম; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩১১ প্রভৃতি।*

তখন বলতে থাকলো, যে হারাম শরীফকে আল্লাহ তা'আলা হস্তীওয়ালাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই হারামের তত্ত্বাবধায়ক তার ক্বওমের উপর যখন মুহাম্মাদ জয়লাভ করেছেন, তখন তিনি অবশ্যই সত্য নবী (إِنْ ظَهَرَ عَلَى قَوْمِهِ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ)।[১১]

ইক্বরিমাহ্ ও মুক্বাতিল বলেন, وَرَأَيْتَ النَّاسَ বলতে ইয়ামনী প্রতিনিধিদলের দিকে (বিশেষভাবে) ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এদের প্রায় সাতশো লোক মুসলমান হয়ে কেউ আযান দিতে দিতে, কেউ কুরআন পাঠ করতে করতে, কেউ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলতে বলতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। যাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুবই খুশী হন। কিন্তু 'উমার ও 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কাঁদতে থাকেন।[১২]

ইক্বরিমা ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুশী হয়ে বলেন,

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوْبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

'ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসে গেছে। এদের অন্তর বড়ই দুর্বল, হৃদয় খুবই নরম। বুঝশক্তি ইয়ামনীদের এবং দূরদর্শিতা ইয়ামনীদের।'[১৩]

অধিকাংশ প্রতিনিধিদলই খুশী মনে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করতেন, কেউবা আগেই ইসলাম কবুল করে মদীনায় আসতেন, যাদের দেখে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। কিন্তু দূরদর্শী সাহাবীগণ কেঁদে বুক ভাসাতেন, যেকোনো সময়ে রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর আশংকায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

"তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তাওবাহ্ কবুলকারী।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অর্থাৎ- سَبِّحْهُ تسبيحًا مقرونًا بالحمد 'তুমি তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো।' 'তাসবীহ' অর্থ تنزيه الله تعالى عما لا يليق بشأنه 'মহান আল্লাহর মর্যাদার উপযুক্ত নয়, এমন সব কিছু থেকে তাঁকে পবিত্র করা।' 'হামদ' অর্থ الثناء على الله بالكمال مع المحبة والتعظيم 'ভালোবাসা ও সম্মান সহকারে পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা।' অত্র আয়াতে পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনাকে একত্রিত করা হয়েছে। এটি হলো মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশ। অতঃপর দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, ইস্তিগফার করো। 'ইস্তিগফার' অর্থ طلب المغفرة ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর 'মাগফিরাত' অর্থ ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع مَحْوِهَا والتجاوز عنها 'পাপ দূরীকরণ ও ক্ষমার মাধ্যমে বান্দার পাপসমূহের উপর মহান আল্লাহর পর্দা আরোপ করা।' বস্তুতঃ বান্দার এটাই সবচেয়ে বড় চাওয়া। কেননা বান্দা সর্বদা ভুলকারী। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে দয়া না করেন, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন- রাসূল (ﷺ) বলেন,

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ. قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

'তোমাদের কেউ তার 'আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবীগণ বললেন, আপনিও কি নন হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)? তিনি বললেন, না। যদি না আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আবৃত করেন।'[১৪]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, এর অর্থ فصل حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح وسل الله الغفران 'আল্লাহ তোমাকে যে সফলতা ও বিজয় দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং মহান আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ- দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। এখন তোমার আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। অতএব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করো ও ইস্তিগফার করো। এখানে মক্কা বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দেবার কারণ, এটা হলো মহান আল্লাহর ঘর। যা ছিল

---

[১১] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : মাগাযী, হা. ৪৩০২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : ৪. সালাত, অনুচ্ছেদ– ২৬. ইমামত, হা. ১১২৬।*

[১২] *কুরতুবী 'ইবনু 'আব্বাস' এবং তানতাভী 'আব্বাস' বলেছেন। সম্ভবত 'আব্বাসই সঠিক।*

[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩৯০; সহীহ মুসলিম- হা. ৫২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬২৫৮; কুরতুবী- হা. ৬৫০৩।*

[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৬৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৬; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : দু'আ সমূহ, অনুচ্ছেদ : ৫, হা. ২৩৭১।*

তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দু এবং যা ছিল ইব্রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর হাতে নির্মিত মহান আল্লাহর 'ইবাদতগৃহ। অথচ সেটি শির্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আরবরা ভাবত, বায়তুল্লাহর অধিকারীরাই أهل الله বা আল্লাহওয়ালা। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আবরাহা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব কা'বাকে শির্কমুক্ত করা এবং মানুষের ভুল বিশ্বাস ভেঙ্গে দেবার স্বার্থে মক্কা বিজয় খুবই জরুরি ছিল।

تَوَّابًا-এর ওযন فَعَّالٌ যা اسم فاعل مبالغة যার দ্বারা কর্তার কর্মে আধিক্য বুঝানো হয়। এটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বান্দার ক্ষেত্রে হলে অর্থ হবে 'মহান আল্লাহর প্রতি অধিক তাওবাহ্‌কারী (التائب إلى الله)' এবং মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে হলে অর্থ হবে 'বান্দার তাওবাহ্ অধিক কবুলকারী (التائب على العبد)'। এক্ষণে إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا অর্থ لم يزل عز وجل تواباً على عبده، إذا استغفره 'আল্লাহ সর্বদা বান্দার তাওবাহ্ কবুলকারী, যখনই সে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে'।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, সূরা আন্ নাস্‌র নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন কোনো সালাত আদায় করেননি, যেখানে রুকূ' ও সিজদায় নিম্নের দু'আটি পাঠ করেননি,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

'সকল পবিত্রতা তোমার হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পালনকর্তা, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'[১৫]

এতদ্ব্যতীত সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বহু দু'আ বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর নিকটে নিজের দীনতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁকে যে পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন। প্রশ্ন হলো— রাসূল (ﷺ)-এর তো আগে-পিছে সব গুনাহ মাফ, এমতাবস্থায় তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার হুকুম দেওয়ার অর্থ কি? এরূপ প্রশ্ন একবার 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) করলে তার জওয়াবে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন,

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[১৬]

ইমাম কুরতুবী বলেন,

الاستغفار تعبُّد يجب إتيانه، لا للمغفرة، بل تعبُّدا.

'ক্ষমা প্রার্থনা হলো দাসত্ব প্রকাশ করা, যা মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা ওয়াজিব। ক্ষমার জন্য নয়; বরং দাসত্ব প্রকাশের জন্য' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি অধিকহারে বিনয় ও দাসত্ব পেশ করা। তিনি বলেন, এর মধ্যে তাঁর উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যেন তারা শংকাহীন না হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে না দেয়। তিনি বলেন, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন অন্যদের কেমন করা উচিত? *(কুরতুবী)*। অন্য হাদীছে এসেছে— আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দৈনিক একশো বার তাওবাহ্-ইস্তেগফার করতেন ও নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে', 'আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তাওবাহ্ করছি)।'[১৭]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক. মহান আল্লাহর রহমত লাভের জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

দুই. মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।

তিন. সদা তাঁর প্রতি অনুগত ও ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে। ☒

---

[১৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৭১; কুরতুবী- হা. ৬৫০৭।*

[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৩০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৯-২০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ— ৩৩. রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান, হা. ১২২০।*

[১৭] *জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫১৭; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায়— ৯. দু'আসমূহ, অনুচ্ছেদ— ৪, হা. ২৩৫৩; সহীহাহ্- হা. ২৭২৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

প্রকৃত বীর

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

হাদীসের সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়; বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম'।[১৮]

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রকৃত মুমিনরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কিছু গুণাবলী নিজের মধ্যে অর্জন করতে হয়। পক্ষান্তরে কিছু মন্দ স্বভাব বর্জন করতে হয়। রাগ বা ক্রোধ মানুষের মন্দ স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ, ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ক্রোধ মানুষের মানবীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয়।

রাগের বিপরীত হলো সহনশীলতা। নবী কারীম (ﷺ) উম্মতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুশীলন করে যে সকল চরিত্র অর্জন করতে বলেছেন, তার একটি হলো সহনশীলতা। জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[১৯]

ইসলাম রাগ দমনের নির্দেশ দানের পাশাপাশি রাগ দমনকারীর জন্য বহু পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাঁদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তাঁরা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাঁদের সাথে পরামর্শ করো, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। যারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।"[২০]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে মুহসিন বান্দাদের গুনাবলী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

অর্থ : যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং রাগ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।"[২১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুহসিন বান্দাদের তিনটি গুণের কথা বলেছেন। যেমন- সচ্ছল অবস্থায় থাকো কিংবা অসচ্ছল অবস্থায় থাকো সর্বাবস্থায় ব্যয় করো। এরপর বলা হয়েছে, ক্রোধ দমন করো এবং ক্ষমা প্রদর্শন করো। জান্নাতে যেতে হলে মুহসিনদের অবশ্যই এই তিনটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে।

এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো না"। ওই ব্যক্তি কয়েকবার তা বললেন। রাসূল (ﷺ) প্রতিবারই বললেন, "রাগ করো না"।'[২২]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আরো উপদেশ দিয়েছেন যে, "যদি তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে নীরব থাকতে দাও।"

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।

[১৮] সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১০৫।

[১৯] সহীহ মুসলিম।

[২০] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।

[২১] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।

[২২] সহীহুল বুখারী।

যদি কোনো ব্যক্তি শান্ত বা নীরব হওয়ার চেষ্টা করে, তবে এই প্রচেষ্টা তাকে অবশ্যই মারামারি কিংবা বাজে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে।

রাগ ঈমানকে নষ্ট করে : বাহয ইবনু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, সাবির গাছের তিক্ত রস যেমন মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[২৩]

মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন, এখানে ঈমান নষ্ট দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা ও নূর নষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। তবে কখনো কখনো মূল ঈমানও রাগের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে।[২৪]

এ বিষয়ে আল্লামা মনজুর নুমানী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'মানুষের খারাপ স্বভাবগুলোর মাঝে রাগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্বভাব; এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ। কারো রাগ উঠলে, মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম, নিজের লাভ-ক্ষতির চিন্তা মাথায় থাকে না। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, রাগান্বিত অবস্থায় শয়তান যত সহজে মানুষকে কাবু করতে পারে, অন্যকোনো অবস্থায় পারে না। মানুষ ঐ অবস্থায় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, কেমন যেন ইবলিসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কখনো কখনো তো রাগের কারণে কুফুরি শব্দ বলে ফেলে। এজন্য নবী কারীম (ﷺ) রাগকে ঈমান বিনষ্টকারী বলেছেন।[২৫]

নিন্দনীয় রাগে ফেরেশ্‌তাদের অভিসম্পাত : নিন্দনীয় রাগে ফেরেশ্‌তারা অভিসম্পাত দেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোনো লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশ্‌তাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লানত দিতে থাকে।[২৬]

রাগ কীভাবে দমন করবেন : শয়তান মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। শয়তানের চতুর্মূখী কুমন্ত্রণায় পড়ে মানুষ যাবতীয় অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। শয়তানের অস্ত্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধ অন্যতম। প্রচণ্ড রাগের সময় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) যেসব 'আমলের কথা বলেছেন, সেগুলো হলো–

১. মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা : শয়তানের শত্রুতার কবল থেকে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ.

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের মুখমণ্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি এমন একটি কথা জানি, যা এই লোকটি বললে তার রাগ চলে যাবে। সে যদি বলে– "আমি শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাহলে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।" লোকেরা সে ব্যক্তিকে জানাল, 'রাসূল (ﷺ) বলেছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।' তখন লোকটি বলল, 'আমি কি পাগল হয়েছি?'[২৭]

'উসমান ইবনু আবূ শায়বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (ﷺ)-এর সামনে দু'ব্যক্তি পাগলামী করছিল। আমরাও তার কাছে বসা ছিলাম। তারা এতটা রাগান্বিত হয়ে পরস্পরকে গালি দিচ্ছিল যে, তাদের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন– 'আমি একটি কালেমা

[২৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[২৪] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০৭।*
[২৫] *মাআরেফুল হাদীস- খণ্ড : ২, পৃ. ১৪৬।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৩৭।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৮২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ- যদি লোকটি “আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইতানির রাজীম” পড়তো।’ তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, ‘রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না?’ সে বললো− ‘আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।’[২৮]

২. ওযূ করা : হাদীসে এসেছে−

حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

আবূ ওয়াইল আলক্বাস (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ‘উরওয়াহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আস সা‘দির নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা ‘আতিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন ওযূ করে।’[২৯]

৩. শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

“যখন তোমাদের কারো রাগ উঠে, তখন যদি সে দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায়, তাহলে তো ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।”[৩০]

শরহুস সুন্নাহ নামক কিতাবে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, ‘বসা বা শোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন রাগের মাথায় এমন কোনো কাজ না করে, যার কারণে পরে লজ্জিত হতে হয়। কেননা, বসার কারণে অনাকাঙ্খিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তার চেয়ে সম্ভাবনা কম থাকে যদি শুয়ে পড়ে। ইমাম ত্বিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীস দ্বারা হয়তো বিনয়ী হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, রাগের বড় কারণ হলো অহংকার।[৩১]

৪. চুপ থাকা : আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।’[৩২]

সব রাগ নিন্দনীয় নয় : রাগ নিন্দনীয় বিষয় হলেও সব রাগ দোষনীয় নয়। এমন কিছু রাগ রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। মূলত রাগ দুই প্রকার। যথা-

১. **নিন্দনীয় রাগ :** নিন্দনীয় রাগ হলো সেই সব জাগতিক রাগ, যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. **প্রশংসনীয় রাগ :** যেসব রাগ আল্লাহ, তার রাসূল (ﷺ) ও দ্বীনের স্বার্থে করা হয়, তা প্রশংসনীয় রাগ। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে, তার জন্য যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।’[৩৩]

রাগ অবস্থায় কোনো বিচার ফায়সালা না করা : রাগ অবস্থায় কোনো বিচার ফায়সালা করা যাবে না। হাদীসে এসেছে,

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৫।*
[২৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪।*
[৩০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪।*
[৩১] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০২।*
[৩২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৪৭৮৬।*
[৩৩] *আল জামে‘ বাইনাস সাহীহাঈন- হা. ৩১৮৪।*

‘আব্দুর রহ্মান ইবনু আবূ বাকরাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন– সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন, যে তুমি রাগের হালতে বিবদমান দু’ লোকের মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক রাগের হালতে দু’জনের মধ্যে বিচার করবে না।[৩৪]

এ বিষয়ে ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর ক্রোধ যদি তার উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী বা বীর কোনোটিই নয়’।[৩৫]

রাগ নিয়ন্ত্রণের পুরস্কার : আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্থ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। রাগ নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে পুরস্কৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, “মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা আর অন্য কিছুতে নেই।”[৩৬]

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ.

সাহ্ল ইবনু মু‘আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সব সৃষ্টির মধ্য থেকে ডেকে নেবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেবেন।’[৩৭]

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যারা দুনিয়ায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তারা এই মহা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। ক্রোধের আগুনে অন্যকে জ্বালিয়ে দেওয়াই বীরত্ব নয়। এতে মানুষের সম্মান বাড়ে না; বরং ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণতা মানুষকে হালকা করে দেয়।

রাগ নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জ্ঞানীরা বলেন, রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো, যা মানুষের স্বাভাবিক অর্জনকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ সাধারণত কোনো কারণ ছাড়া ক্রুদ্ধ হয় না। এর পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। সেই কারণ যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্যও হতে পারে। সাধারণত ব্যর্থতা, অযৌক্তিক প্রত্যাশা, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর মতো বদঅভ্যাস, অবিচার, জুলুম ও দারিদ্র্যের মতো সামাজিক অসঙ্গতিগুলো মানুষের রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্থ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। জীবনের এক কঠিনতম সময়ে আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) তায়েফে গিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন তায়েফবাসী তাঁর কথা শুনবে, তাঁকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সহযোগিতার পরিবর্তে তিনি পেলেন অপমান। তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পায়ে গিয়ে জমাট বাঁধল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একজন ফেরেশ্তা এলেন। ফেরেশ্তা তায়েফের দু’পাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নবী (ﷺ)-এর উত্তর ছিল, ‘(না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তা‘আলা তাদের বংশে এমন সন্তান দেবেন, যারা এক মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না।

উপসংহার

রাগ বা ক্রোধ মানুষের জীবনের অন্যতম একটি মন্দ দিক। কারো রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগান্বিত মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে অন্যের ওপর অবলীলায় অত্যাচার-অবিচার করে বসে। রাগ মানবিক আবেগেরই অংশ। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। কেননা তা নানান সমস্যা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, সে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল অঙ্গনে সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হয়। মাত্রাতিরিক্ত রাগ কখনোই ভালো নয়। সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। ☒

[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৭।*
[৩৫] *ইস্তেকামাহ- ২/২৭১ পৃ.।*
[৩৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৮৯।*
[৩৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৭৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

মুহাম্মদী চেতনা

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মুহাম্মদী চেতনা হলো– নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবন, চরিত্র, নৈতিকতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত চেতনা, যা মানব সমাজকে আলোকিত ও পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। নবী (ﷺ) শুধু একটি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তিনি ছিলেন নৈতিকতার আদর্শ, মানবতার রূপক, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ এবং মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন এবং শিক্ষায় নিহিত চেতনা উম্মতদের জন্য যেমন জ্ঞান ও চরিত্রের বিকাশের উৎস, তেমনি সমাজ ও জাতির কল্যাণের পথপ্রদর্শক। নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত চেতনা বা মুহাম্মদী চেতনা আমাদের জন্য এক অনন্য আলোকবর্তিতা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রে অগ্রণী।"[১]

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে নবীর জীবন আমাদের জন্য নৈতিক ও সামাজিক চেতনার অনন্ত উৎস। নবী (ﷺ)-এর ধৈর্য, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, শিক্ষার প্রতি উৎসাহ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রতিটি মুসলিমের জন্য উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে দেওয়া হবে যা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চেতনাপূর্ণ জীবন ফুটে ওঠবে। যেমন-

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ব্যক্তিগত জীবন : ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শৃঙ্খলিত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উদাহরণ, যা মুসলিম সমাজের জন্য চিরন্তন দিশারী। তিনি কেবল একজন নবী বা ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না; বরং ছিলেন সত্যনিষ্ঠ মানুষ, আদর্শ পরিবারপ্রধান, বন্ধু এবং প্রতিবেশী। নবী (ﷺ)-এর জন্ম মক্কায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। তাঁর শৈশবকাল কষ্টের মধ্য দিয়ে কেটেছে; পিতা ছিলেন মৃত্যুপূর্বক অনুপস্থিত এবং মাতা ছোট বয়সে হারিয়েছিলেন। তাঁর দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবূ তালিব তাঁকে লালন-পালন করেছেন। এই অভিজ্ঞতা নবী (ﷺ)-কে শেখায় ধৈর্য, সহনশীলতা এবং দয়াশীলতা। ব্যক্তিগত চরিত্রে নবী (ﷺ) ছিলেন সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় এবং ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত। মানুষ তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে "আল-আমীন" অর্থাৎ- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে চেনে। তিনি কখনো কোনো অনৈতিক কাজ করতেন না, সবসময় মানুষের প্রতি সদয় মনোভাব রাখতেন। দৈনন্দিন জীবনে নবী (ﷺ)-এর জীবন ছিল সাধারণ ও পরিমিত। তিনি খাদ্য গ্রহণে সাদাসিধে ও অপচয়বর্জিত ছিলেন। ঘুমের সময় ডান পাশে শুয়ে এবং সালাতের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। পোশাক এবং সাজসজ্জায় তিনি সহজ ও সুশৃঙ্খল ছিলেন। পারিবারিক সম্পর্কে, নবী (ﷺ)-এর জীবন প্রমাণ করে যে তিনি সুমধুর স্বামী, দায়িত্বশীল পিতা এবং সদয় মাতৃসদৃশ অভিভাবক ছিলেন। খাদিজাতুল কোবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মমতা ও সমবেদনার পূর্ণ। সন্তান এবং পরিবারকে তিনি সর্বদা সাহায্য, ভালোবাসা এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শিক্ষা জীবন : নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনে শিক্ষা ছিল নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ কর্তিক জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা। নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার তার শিক্ষার দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে আলোকিত করেছেন এবং তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন "উম্মি" অর্থাৎ- লিখতে-পড়তে জানতেন না। এটি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

*অধ্যায়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[১] সূরা আল কালাম : ৪।

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ﴾

অর্থ : "যারা অনুসরণ করে সেই রাসূলকে, সেই উম্মি নবীকে... ।"[১]

এখানে স্পষ্টভাবে নবী (ﷺ)-কে النبي الأمي (উম্মি নবী) বলা হয়েছে। অপর আয়াতে রয়েছে,

﴿فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ﴾

অর্থ : "অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উম্মি নবীর উপর ঈমান আনো।"[২]

অন্য আয়াতে রয়েছে,

﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾

অর্থ : "আপনি (হে মুহাম্মদ!) এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং নিজের হাতে তা লিখেনওনি। যদি এমন হতো, তবে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করত।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মি হওয়া প্রমাণ করে যে তাঁর আনা জ্ঞান মানুষের শেখানো নয়; বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। এটাই কুরআনের সত্যতার বড় প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন পড়ালেখা জানতেন না, এর পেছনে গভীর হিকমাহ (মহান আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) রয়েছে। তিনি যদি পড়াশোনা জানতেন, তবে বিরোধীরা বলতে পারত যে কুরআন তাঁর লেখা বা শেখা। কিন্তু তিনি নিরক্ষর হওয়ায় স্পষ্ট হলো, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পড়ালেখা না জানার কারণ : কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য, তিনি যদি শিক্ষিত হতেন, তবে অনেকে বলত, তিনি পূর্ববর্তী কিতাব থেকে শিখে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা প্রমাণ করল যে, এই জ্ঞান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

[১] *সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৭।*
[২] *সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৮।*
[৩] *সূরা আল-'আনকাবূত : ৪৮।*

অলৌকিক মু'জিযাহ্ হিসেবে, একজন উম্মি ব্যক্তি এমন গভীর জ্ঞান, সাহিত্য, আইন, নীতি শিক্ষা দিতে পারেন না, এটাই কুরআনের মু'জিযাহ্।

তাওহীদের পূর্ণতা মানুষ যেন বুঝে নেয়, রাসূল (ﷺ) নিজের বুদ্ধি দিয়ে কিছু আনেননি; সবই মহান আল্লাহর ওহী। তাছাড়া তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জাতির শিক্ষক আবার তার শিক্ষক কে হয়, এটা আল্লাহ তা'আলা মেনে নিতে পারেননি। এই মতটা অনেকে দেয়। আল্লাহ পাক রব্বুল 'আলামীন ভালো জানেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পড়ালেখা জানতেন না, কারণ এটাই ছিল মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা। তাঁর উম্মি হওয়াই প্রমাণ করে, কুরআন কোনো মানবীয় রচনা নয়; বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্য ওহী। মূলত সকল জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে। আমাদের জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও আবিষ্কার সবকিছু মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন যাকে ইচ্ছা তাকে দেন না।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর 'ইবাদতী জীবন : তাঁর 'ইবাদতী জীবন ছিল অনন্য এবং গভীর। তিনি কেবল একজন নবী বা রাসূলই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন প্রকৃত ও একান্ত অনুগত বান্দা। তাঁর 'ইবাদত নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং তা ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন :

"এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সালাত পড়লাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় কিয়াম করলেন যে, আমার মনে হলো আমি অন্য কিছু করে বসব। আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করে সালাতে দাঁড়ান, অথচ আল্লাহ তা'আলা তো আপনার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন :

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

অর্থাৎ- 'তাহলে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[৪]

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৩০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৯।*

সূচীপত্র

অন্য হাদীসে, মুগীরাহ্ ইবনু শুবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এত বেশি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাতে আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে যেত।”[১]

এখান থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ‘ইবাদত ছিল শুধু ফর্য বা নফল পালন নয়; বরং ছিল মহান আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ﴾

“আর তারা তাদের সালাতে বিনয় এবং নম্র।”[২]

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দা‘ওয়াতী জীবন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুরো নুবওয়তী জীবনই আসলে দা‘ওয়াতী জীবন। মানবজাতিকে মহান আল্লাহর তাওহীদের আহ্বান, শির্ক-বিদআত থেকে দূরে রাখা এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই দা‘ওয়াতের পথে তিনি অসংখ্য কষ্ট, নির্যাতন, অভাব, যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। যেমন- তিনি (ﷺ) যখন তাওহীদের দা‘ওয়াত শুরু করেন, কুরাইশরা তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে গালি দিত। সাহাবারা মারধর, নির্যাতন, হত্যার শিকার হন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও অপমানের শিকার হয়েছেন। যেমন- উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মুঈত তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করে।[৩]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : “একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কা‘বার পাশে সিজদাহ্রত ছিলেন, তখন উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মুঈত তাঁর পিঠের উপর উটের অন্ত্র ফেলে দেয়। তিনি মাথা তুলতে পারলেন না, যতক্ষণ না ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে তা সরালেন।”[৪]

তাছাড়া মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট জারি করেছিল। তাঁরা তিন বছর ধরে শিয়াবে আবি তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন খাবার-দাবার সংকট, ক্ষুধা, চরম অভাব-অনটনে দিন কাটিয়েছেন। আর তায়েফের মর্মান্তিক ঘটনা তো সবারই জানা।

তিনি (ﷺ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে যান, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে, পাগল বলে অপমান করে এবং বাচ্চাদের দিয়ে পাথর ছুঁড়িয়ে রক্তাক্ত করে তোলে। তখন ফেরেশ্তা পাহাড় চাপিয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি ক্ষমা করে বলেছিলেন, “না, আমি আশা করি এদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক বের হবে যারা মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে।”[৫]

আর যুদ্ধের সময়গুলোতে, উহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হন, দাঁত ভেঙে যায়, মাথা ফেটে রক্ত বের হয়। খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমরা প্রচণ্ড ক্ষুধা ও শীত সহ্য করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও পেটের সাথে পাথর বেঁধেছিলেন।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দা‘ওয়াতী জীবনের কষ্ট থেকে আমাদের এই চেতনা শিখায়, সত্যের পথে বাঁধা আসবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে। কষ্টের বিনিময়ে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। দা‘ওয়াত মানে শুধু মুখের কথা নয়; বরং ত্যাগ, ধৈর্য ও আত্মনিবেদনের নাম।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সামাজিক জীবন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামাজিক জীবন ছিল মানবতার জন্য আদর্শ। তিনি ঘরের মানুষ, প্রতিবেশী ও সমাজের সঙ্গে সদয়, নম্র এবং সহনশীল ছিলেন। স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সদয় আচরণ করতেন এবং ঘরের কাজেও অংশ নিতেন। তিনি বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রাখতেন, কখনো অহংকার দেখাতেন না এবং সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। দরিদ্র, অনাথ ও বিধবা মানুষের পাশে থাকতেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিচার ও সিদ্ধান্তে তিনি সর্বদা ন্যায়সঙ্গত ছিলেন এবং সমাজের দুর্বলদের অধিকার রক্ষা করতেন। নবী (ﷺ) শিক্ষার মাধ্যমে কেবল জ্ঞানই দেননি; বরং চরিত্র ও আখলাকও শিক্ষা দিয়েছেন। শত্রুদের প্রতিও তিনি উদার ও ক্ষমাশীল

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২০।*
[২] *সূরা আল-মু’মিনূন ২৩/২।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮৫৪।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৯৪।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৩১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৯৫।*
[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪১০১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের প্রতি ন্যায় প্রদর্শন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সামাজিক জীবন আমাদের শেখায়, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মূল হলো সহনশীলতা, নম্রতা ও ন্যায় এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় উদারতা ও দয়া অপরিহার্য। সহজ জীবন ও আত্মনিবেদন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আদর্শ। এভাবেই নবী (ﷺ) সমাজে মানবতার সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) রাষ্ট্রীয় জীবন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাষ্ট্র জীবন ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল নবী বা শিক্ষক ছিলেন না; বরং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায়ও সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা হিজরত করার পর এখানে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র স্থাপন করেন। তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে এমন কাঠামো গড়ে তোলেন যা ন্যায়, সমতা ও মানবিকতা নিশ্চিত করত। মদীনা চুক্তির মাধ্যমে নবী (ﷺ) মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল মহান আল্লাহর আইন-শরিয়াহ। যার সংবিধান ছিল, পবিত্র কুরআন। যা মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ। তিনি বিচারব্যবস্থা চালু করেন যেখানে নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়ের অঙ্গীকার ছিল অপরিহার্য। দীন-দুনিয়ার ভারসাম্য বজায় রেখে রাষ্ট্রের প্রশাসন, নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি সফলও হয়েছিলেন। গরিব, অসহায় ও অনাথদের অধিকার রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় নবী (ﷺ) ছিলেন উদার ও ক্ষমাশীল। মক্কা বিজয়ের পরও তিনি শত্রুদের অধিকার রক্ষা করেছেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর রাষ্ট্র জীবন আমাদের শেখায়, নেতৃত্ব মানে ক্ষমতার প্রদর্শন নয়; বরং ন্যায়, দয়া ও কল্যাণের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা। মদীনা রাষ্ট্রের আইন, প্রশাসন, যুদ্ধনীতি ও নৈতিক নেতৃত্বে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন সর্বকালের সেরা রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْفِرُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَهْلُهُ حَقًّا إِلَّا كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا سَعَادَةً وَفِي الْآخِرَةِ نَجَاةً".

অর্থ : "যে মুসলিম ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ও অন্যের অধিকার রক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এই দুনিয়াতেও সুখ এবং আখিরাতেও মুক্তি দান করবেন।"[১]

তার হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় তিনি কতটা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যদেরকে বলেছেন।

মুহাম্মদী চেতনা হলো আলোর পথ, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের দিকনির্দেশনা দেয়। নবী (ﷺ)-এর জীবন ও শিক্ষা আমাদের শেখায় সত্য, ন্যায়, ধৈর্য্য ও সততার মূল্য। এটি আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আদর্শ স্থাপন করে, চরিত্র ও কর্মে ন্যায় ও মানবিকতা জাগ্রত করে। মুহাম্মদী চেতনার অনুসরণ আমাদেরকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। তাই মাইকেল এইচ. হার্টের উক্তি :

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels."

অর্থ : "বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদকে শীর্ষে রাখার সিদ্ধান্ত কিছু পাঠককে অবাক করতে পারে, কিন্তু তিনি ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল ছিলেন।"[২] ☒

---
[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৬।*
[২] *সূত্র : "The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History- Page no. 3।*

সূচীপত্র

জুমু‘আর দিনে খুতবাহ্ শ্রবণ প্রসঙ্গ

–জান্নাতুল মহল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ.

জুমু‘আর দিন শুধু সপ্তাহের সেরা দিন নয়, বছরের সেরা দিন। সকল দিনের সর্দার আর সম্মানিত দিন। কারণ জুমু‘আর দিনে জুমু‘আর সালাত এবং আরো অনেক ফাযীলতে পরিপূর্ণ সেইদিন।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে সব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে জুমু‘আর দিনই সর্বশ্রেষ্ট।[১]

রাসূল (ﷺ) আরো বলেছেন, জুমু‘আর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার নিকট অধিক সম্মানিত। তা ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা’র দিন অপেক্ষাও মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

“হে মু’মিনগণ। জুমু‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে শীঘ্র ধাবিত হও, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে?”[৩]

আয়াতটিতে সুস্পষ্ট, ঈমানদারদেরকে আহ্বান করে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বেচা-কেনা বন্ধ করে মহান আল্লাহর স্মরণে সালাত আদায়ের দিকে ধাবিত হতে বলেছেন। অতএব, শুক্রবার জুমু‘আর দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত-জুমু‘আর সালাত। আর জুমু‘আর সালাতের মূল বৈশিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–

১. জুমু‘আর খুতবাহ্ শুনা।

২. জামা‘আতের সাথে জুমু‘আর সালাত আদায় : রাসূল (ﷺ) বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামা‘আতের সাথে জুমু‘আর সালাত আদায় করা ফর্‌য, চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত। যথা- ক্রীতদাস, মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা এবং রোগী।[৪]

হাদীসটিতে সুস্পষ্ট, মহিলাদের জন্য জুমু‘আর সালাত ফর্‌য নয়। তাহলে মহিলারা কি জুমু‘আর সালাতে যাবে না? গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদতটি কি করবে না? হ্যাঁ, সময়, সুযোগ, হিযাবের (পর্দার) ভালো পরিবেশ এবং মহিলাদের আলাদা সালাতের ব্যবস্থা থাকলে যাওয়া যাবে।

জুমু‘আর সালাতের ফাযীলত : সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত–

আওস ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, **১.** যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করাবে এবং নিজে গোসল করবে, **২.** সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে, **৩.** সকালে মসজিদে যাবে, **৪.** আরোহণ না করে পায়ে হেটে যাবে, **৫.** মসজিদে ইমামের নিকটে বসবে, **৬.** অতঃপর খুতবাহ্ শুনবে এবং **৭.** অনর্থক কিছু করবে না, তাহলে তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের সিয়াম পালন এবং তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের নেকী হবে।[৫]

অন্যত্র বর্ণিত, “তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের নফল সিয়াম ও এক বছরের নফল সালাতের সওয়াব হবে।”[৬]

প্রিয় বোনেরা! হাদীসটি খুব ভালো করে বুঝার চেষ্টা করি এবং ‘আমলে আনার চেষ্টা করি তবেই ফাযীলতের মর্যাদা লাভ করতে পারব। তবেই সওয়াবের অধীকারী হব। হাদীসটিতে সুস্পষ্ট, **১.** জুমু‘আর দিন গোসল, **২.** সকাল সকাল প্রস্তুতি, **৩.** সকাল সকাল মসজিদে যাবে। কারণ আযানের আগেই আসতে হবে। আযানের পর মালাইকারা (ফেরেশ্‌তারা) খাতা বন্ধ করে খুতবাহ্ শুনতে শুরু করে। জুমু‘আর দিনে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় মালাইকারা (ফেরেশ্‌তারা) দাঁড়ানো থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা নাম লিখতে থাকে। প্রথম আগমনকারীর জন্য উট, ২য় জনের জন্য গরু, ৩য়

---

[১] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৪৯১।*
[২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১০৮৪।*
[৩] *সূরা আল-জুমু‘আহ্ : ৯।*
[৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১০৬৭, সনদ সহীহ।*
[৫] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৪৫; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৪৯৬; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৩৮১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১০৮৭; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩৮৮, সনদ সহীহ।*
[৬] *সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : পবিত্রতা, হা. ৩৪৫, ১/৫০ পৃ.; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৪৯৬।*

জনের জন্য ছাগল, এইভাবে আগমনকারীদের জন্য কুরবানীর সওয়াব লিখতে থাকে। ইমাম সাহেব যখন খুতবাহ্ দেওয়ার জন্য মিম্বারে উঠেন, তখন মালাইকারা (ফেরেশ্তারা) খাতা বন্ধ করে খুতবাহ্ শুনতে বসে যান।[১] কারণ জুমু'আর সালাতের মূল গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– খুতবাহ্।

৪. মনযোগ দিয়ে নীরবে খুতবাহ্ শুনবে। অর্থাৎ- সে সময় কোনো রকম কথা বলবে না।

৫. অনর্থক কিছু করবে না। অর্থাৎ- সে সময় এতটাই মনোযোগ দিবে যে, কোনো কিছুই করা যাবে না।

৬. আরোহন না করে পায়ে হেটে মসজিদে যাবে। তাহলে উপরোক্ত মর্যাদা পাবে।

আরো একটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, **১.** যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, **২.** জুমু'আর সালাতে আসলো, অতঃপর সাধ্যমত সালাত আদায় করল। **৩.** ইমামের খুতবাহ্ শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল। **৪.** অতঃপর ইমামের সাথে জুমু'আর সালাত আদায় করল। এতে তার দুই জুমু'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২]

আল্লাহু আকবার! কি বিশাল ফাযীলত, কি বিশাল মর্যাদা। অতএব, জামা'আতে সালাতের বিশাল সওয়াব অর্জনে আর জুমু'আর সালাতে গুনাহমুক্ত সকল ফাযীলত ও মর্যাদা পাওয়ার জন্য জামা'আতে সালাত এবং জুমু'আর সালাত আদায়ের সকল নিয়ম জেনে তবেই তা আদায় করতে হবে।

হাদীসটিতে সুস্পষ্ট, **১.** জুমু'আর দিন, গোসল করে..., **২.** মসজিদে এসে তাহিইয়াতুল মসজিদ সালাত আদায় করে সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করে (খুতবাহ্ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত) অতঃপর **৩.** ইমামের খুতবাহ্ শুরু হলে নীরবে শেষ পর্যন্ত খুতবাহ্ শুনে। **৪.** অতঃপর ইমামের সাথে জুমু'আহ্ সালাত আদায় করবে, তাহলে উপরোক্ত ফাযীলত– দুই জুমু'আর মধ্যকার গুনাহ এবং আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

জুমু'আর খুতবাহ্ শুনা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সময় নীরব থাকার জন্য বলা হয়েছে। মুক্তাদীগণ নিজেরা পরস্পর কথা বলতে পারবে না। আরো বলা হয়েছে যে, অনর্থক কিছু করা বা বলা যাবে না।

রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি খুতবার সময় পাথর স্পর্শ করলো তাহলে সে অনর্থক কাজ করলো।[৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যখন তুমি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবার সময় তোমার সঙ্গীকে বল, 'চুপ করো' তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে।"[৪]

অতএব, সুস্পষ্ট, জুমু'আর দিনে ফাযীলত বা সওয়াব পাওয়ার জন্য নীরবে ইমাম সাহেবের খুতবাহ্ শুনা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অথচ **আশ্চর্যের বিষয়!** এই সময় মসজিদে আগত বোনেরা কেউ কেউ পরস্পরে কথা বলতে থাকে, মোবাইলে কথা বলে, কুরআন তিলাওয়াত করে (কুরআন বাসাতে বা অন্য কোনো সময়ে পড়তে পারে), তাসবীহ পড়ে, কেউ কেউ শুয়ে থাকে, কেউবা ঘুমায়, কেউবা সাজদাতে পড়ে থাকে।

প্রিয় বোনেরা! আপনারাই বলুন, জুমু'আর সালাতের পূর্বে খুতবাহ্ শুনার গুরুত্ব কোথায়? তাহলে এই বিশেষ দিনের বিশাল ফাযীলত বা বিশাল মর্যাদা কিভাবে লাভ করবো? ক্ষমা কি করে পাব? বিশাল গুরুত্বের দিনটির গুরুত্ব কি বুঝবো না? আর কতদিন ভুলের মধ্যে থাকবো?

অতএব, যে কোনো কাজের উদ্দেশ্য আগে ঠিক করতে হবে। তারপর কাজটি করার সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে এবং বাস্তবায়িত করতে হবে। তবেই বিশাল সওয়াবের অধীকারী হবো। তা নাহলে গুনাহর বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ 'ইবাদত, বিশুদ্ধ সলাত, বিশুদ্ধ জুমু'আর সলাত আদায়ে ঈমানদার এবং নেক 'আমলকারীদের দলের অন্তর্ভুক্ত করো। আসুন! আমরা বলি–

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"আমার সালাত, আমার যাবতীয় 'ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ (সবকিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।"[৫] ☒

---

[১] *সহীহুল বুখারী।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৫৭, ১/২৮৩ পৃ.।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৫৭।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৩৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৫১।*
[৫] *সূরা আল-আন'আম : ১৬২।*

ক্বাসাসুল হাদীস

সত্যবাদী চোর

-আবু তাহসীন মুহাম্মদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে রমাযানের ফিত্‌রা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একদা এক ব্যক্তি এসে মুষ্টিভরে ভরে ফিতরার মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাকে আটকিয়ে বললাম : আমি যে কোনোভাবে তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব, সে বলল : আমি গরিব মানুষ, স্ত্রী সন্তান আছে আর আমি অভাবের মধ্যে আছি তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরাইরাহ্ গত রাতে তোমার বন্দীর কি হলো? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! সে তার অভাবের কথা এবং স্ত্রী সন্তানের কথা বলেছিল তাই আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সতর্ক থাকো, সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে, তাই আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম, সে আসলো এবং ফিত্‌রার মাল থেকে মুষ্টি ভরে ভরে নিতে লাগল আমি আবার তাকে আটক করলাম এবং বললাম : এখন আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব।

সে বলল : আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী, আমার পরিবার-পরিজন আছে, ভবিষ্যতে আর আসব না আমি দয়া করে তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূল (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবূ হুরাইরাহ্ তোমার বন্দীর কী হলো?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) সে তার মারাত্মক অভাবের কথা বলল, তার পরিবার-পরিজনের চাহিদার কথা বলল, আমি দয়ার বশবর্তী হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : সতর্ক থাকো, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে, তাই আমি তৃতীয়বার তার আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম, সে আসল এবং আবার ফিতরার মাল মুষ্টিভরে নিতে লাগল।

আমি তাকে আটক করলাম এবং বললাম : আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব, এটা তিনবারের শেষবার। প্রত্যেকবার তুমি ওয়াদা করো যে, আসবে না। কিন্তু তুমি আবার চলে আসো।

সে বলল : আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন, কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ কথাগুলো কি? সে বলল : যখন তুমি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাহলে একজন ফেরেশ্‌তা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসবে না। একথা শুনে আমি তাকে আবার ছেড়ে দিলাম, সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গতরাতে তোমার বন্দীর কী করলে?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) সে বলল : যে আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি, রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন ঐ কথাগুলো কী? আমি বললাম : সে বলেছে যে, যখন তুমি রাতে বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্‌তা রাতব্যাপী তোমাকে সংরক্ষণ করবে, আর শয়তান তোমার নিকট আসবে না। সাহাবাগণ যেহেতু ভালো এবং কল্যাণের কাজে উৎসাহী ছিলেন, তাই তিনি হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তেমন কিছু বললেন না; বরং শুধু বললেন : সে তোমাকে সত্য কথা শিখিয়েছে কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক।

তুমি কি জানো, গত তিন রাত ধরে তোমার নিকট কে আসত? আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলল : না, তিনি বললেন : সে হলো শয়তান।[৬২] **আয়াতুল কুরসী হলো–**

﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ﴾

"আল্লাহ তিনি, যিনি ব্যতীত কোনো (প্রকৃত) উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা এবং নিদ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না। তার সিংহাসন আসমান ও যমীনকে বেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।[৬৩] ☒

---

[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩১১।*
[৬৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ প্রতিবেদন

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার একটি পর্যালোচনা’

-আহমাদ বিন আব্দুস সালাম*

‘দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ (The Communist Manifesto), কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রাথমিকভাবে ইউরোপ জুড়ে বিদ্রোহগুলোকে অনুপ্রাণিত করে। ম্যানিফেস্টোটি মূলত জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি জার্মান জনগণের ওপর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছিল। যার ফলে মার্কসকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৭০-এর দশকে এটি আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন মার্কস আন্তর্জাতিক ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। এটি সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের একটি মৌলিক কাজ হিসেবে বিবেচিত, যা পুঁজিবাদের তীব্র সমালোচনা করে। এই পর্যালোচনাটিতে ম্যানিফেস্টোর মূল যুক্তি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং প্রস্তাবিত সমাধানগুলোর একটি সুসংগঠিত ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রদান করব। পাশাপাশি, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো ইসলামী নীতি ও দর্শনের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার’ একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যা ১৮৪৮ সালের ইউরোপ জুড়ে বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধির সময়ে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণি বা প্রলেতারিয়েতকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একত্রিত করা। এটি মার্কস ও এঙ্গেলসের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার ফলস্বরূপ উদ্ভূত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির একটি তীক্ষ্ণ বিবরণ।

ইশতেহার শুরু হয় এই নাটকীয় শব্দগুচ্ছ দিয়ে- “A spectre is haunting Europe the spectre of communism”-এর মূল যুক্তি হলো- মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কস এবং এঙ্গেলস যুক্তি দেন যে, সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ভূত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ শ্রেণি-বিরোধিতা দূর করেনি; বরং এটি বুর্জোয়া (উৎপাদনের উপায়ের মালিক) এবং প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণি) নিয়ে গঠিত একটি নতুন শোষণমূলক শ্রেণিব্যবস্থা তৈরি করেছে। বুর্জোয়ারা, সামন্ত-পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে, নিশ্চিত করে যে, রাষ্ট্র তাদের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে নয়।

ইশতেহারে পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট প্রলেতারিয়েতের ভয়াবহ অবস্থা, দারিদ্র্য এবং বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেয়। শ্রমিকদেরকে পণ্য হিসেবে দেখা হয়, যাদের শ্রম কেবল বুর্জোয়া মালিকদের জন্য মুনাফা তৈরি করে। মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পুঁজিবাদের অসাম্য এবং সম্পদের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ অনিবার্যভাবে বিপ্লবের জন্ম দেবে এবং বুর্জোয়াদের পতন ও প্রলেতারিয়েতের বিজয় “equally inevitable”।

ম্যানিফেস্টোর “প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট” (Proletarians and Communists) অংশে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হয়। এর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হলো প্রলেতারিয়েতকে একটি সুসংহত শ্রেণিতে পরিণত করা, বুর্জোয়াদের শাসনকে উৎখাত করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও পুনর্বণ্টন করা। এ প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন। মার্কস ও এঙ্গেলস স্পষ্ট করে বলেন : “The theory of the Communists may be summed up in the single sentence: Abolition of private property”।

‘দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’র ইতিবাচক দিকসমূহ– ম্যানিফেস্টো পুঁজিবাদের শোষণমূলক প্রকৃতি এবং শ্রেণি-বৈষম্যের একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করে। এটি পুঁজিবাদের “hypocrisy and horrors” উন্মোচন করে এবং “a vivid poem of hatred towards all of those who exploit their power to harm the weak” হিসেবে বিবেচিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস আধুনিক যুগের “revolutionary and destabilising features” সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন- “constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation”। তারা বুর্জোয়াদের বিপ্লবী প্রকৃতি এবং কীভাবে শিল্পায়ন ইউরোপীয় সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, তা তুলে ধরেছেন, যা সাম্যবাদকে সম্ভব করে তোলে। ম্যানিফেস্টোর এ বিশ্লেষণমূলক শক্তি পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং শ্রমিক শ্রেণির ওপর এর প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। এটি কেবল

* *সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ।*

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা নয়; বরং একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পুঁজিবাদের গতিশীলতাকে তুলে ধরে, যা ক্রমাগত উৎপাদনকে বিপ্লব করে এবং সমস্ত সামাজিক অবস্থাকে ব্যাহত করে।

মার্কস ও এঙ্গেলস "the economic dimension of politics and to the capacity of people to organise themselves to defend their interests" চিহ্নিত করতে সঠিক ছিলেন। এটি দেখায় যে, অর্থনৈতিক কারণগুলো কীভাবে রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে গোষ্ঠীগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষায় একত্রিত হতে পারে। ম্যানিফেস্টো "historical materialism"-এর ধারণা তুলে ধরে, যেখানে ইতিহাসের গতিপথ মূলত অর্থনৈতিক শক্তি এবং উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এ বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে যে, সমাজের মৌলিক পরিবর্তনগুলো প্রায়শই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে জড়িত।

পুঁজিবাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে ম্যানিফেস্টোর একটি শক্তিশালী নৈতিক আবেদন রয়েছে। এটি "taps into a moral reality that is more real than Communist theory itself"। এটি শোষণের শিকার শ্রমিকদের দুর্দশা তুলে ধরে এবং একটি ন্যায্য সমাজের জন্য বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানায়। ম্যানিফেস্টোর এ নৈতিক অভিযোগ, পুঁজিবাদের অমানবিক দিকগুলোর প্রতি তার তীব্র ঘৃণা, এটি পাঠকদের মধ্যে গভীর নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এ সর্বজনীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং একটি ন্যায্য সমাজের স্বপ্ন ম্যানিফেস্টোকে একটি আদর্শিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে। এটি দেখায় যে, একটি ব্যবস্থার ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগ উত্থাপন করা এক জিনিস এবং একটি কার্যকর, মানবিক বিকল্প তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ম্যানিফেস্টোর প্রাসঙ্গিকতা পুঁজিবাদের চলমান সমালোচনার জন্য রয়ে গেছে, এর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার জন্য নয়।

'দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র নেতিবাচক দিকসমূহ– ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদের অন্যতম ভিত্তি, যা প্রস্তাব করে যে, উৎপাদন পদ্ধতির প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনিবার্যভাবে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থনীতিকে সমাজের 'ভিত্তি' এবং সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতিকে 'উপরিকাঠামো' হিসেবে দেখা হয়, যা অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত। সমাজের প্রকৃতিকে অতিরিক্ত সরলীকরণ করে এবং ধারণা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য উপরিকাঠামোগত দিকের প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করে। মার্কসবাদ "vague or unfalsifiable theories"-এর ওপর নির্ভর করে এবং "failed key predictions about capitalist collapse and socialist revolution"। বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজমের সুস্পষ্ট ব্যর্থতা মার্কস এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনার পথ খুলে দিয়েছে।

ম্যানিফেস্টো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব করে। এটি যুক্তি দেয় যে, বুর্জোয়া সমাজে অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, তাই এর বিলোপ কেবল বুর্জোয়াদেরই ক্ষতি করবে। মার্কস ও এঙ্গেলস ঘোষণা করেন : "You reproach us, therefore, with intending to do away with a form of property, the necessary condition for whose existence is the non-existence of any property for the immense majority of society"।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের ফলে অর্থনৈতিক অদক্ষতা, উদ্ভাবনের অভাব এবং উৎপাদনশীলতার জন্য প্রণোদনার হ্রাস ঘটে। ম্যানিফেস্টো ধ্বংসের পর "what to give in return" তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে না, যা একটি ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। ম্যানিফেস্টোর একটি প্রধান যৌক্তিক ত্রুটি হলো, এটি দাবি করে যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কারণে অন্যান্য শ্রেণি বিলুপ্ত হচ্ছে এবং প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উৎখাত করবে। তবে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা গ্রহণের পর অন্যান্য শ্রেণির প্রত্যাবর্তন হয় না; বরং এটি বুর্জোয়াদের ভুলগুলো সংশোধন না করে সেগুলোকে বৈধতা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়াদের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপকে প্রলেতারিয়েত সরকার আরো শক্তিশালী করবে, যা মানুষকে নতুন করে কিছু অর্জনের সুযোগ দেবে না। এই যৌক্তিক ত্রুটি নির্দেশ করে যে মার্কসবাদী বিপ্লবের লক্ষ্য কেবল ক্ষমতা হস্তান্তর, মৌলিক কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান নয়। এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া তৈরি করে যেখানে পূর্ববর্তী শোষণের পদ্ধতিগুলো নতুন শাসনের অধীনে ভিন্ন রূপে টিকে থাকে। এর ফলে, কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং নতুন ধরনের কর্তৃত্ববাদের জন্ম হয়।

ম্যানিফেস্টো "forcible overthrow of all existing social conditions"-এর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের কথা বলে। এটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে– "The Communists disdain to conceal their views and aims. They

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions"। যদিও মার্কস সরাসরি সহিংস বিপ্লবের কথা বলেননি বলে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে এ 'জোরপূর্বক' শব্দটি এবং লেনিনের মতো অনুসারীদের ব্যাখ্যা, যারা যুক্তি দেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উৎখাত করার একমাত্র উপায় হলো সহিংস বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব একটি অস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা, কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছে।

আনার্কিস্টরা বিশ্বাস করেন যে, কেন্দ্রীভূত সাম্যবাদ অনিবার্যভাবে জবরদস্তি ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের জন্ম দেবে। এ 'জোরপূর্বক উৎখাত'-এর ধারণাটি ক্ষমতা দখলের জন্য সহিংসতাকে একটি বৈধ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করে। একবার ক্ষমতা দখলের পর, এই 'জোরপূর্বক' নীতিটি ভিন্নমত দমন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা "dictatorship of the proletariat"-এর ধারণার সাথে মিলে যায়। এ পদ্ধতিগত সহিংসতা এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ অনিবার্যভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলোপ, রাজনৈতিক দমন এবং মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি স্বৈরাচারী শাসনের জন্ম দেয় যেখানে "the state reflects the world views and interests of the powerful minority (the party elite) and not those of the proletariat", যা ম্যানিফেস্টোর ঘোষিত লক্ষ্য (প্রলেতারিয়েতের মুক্তি) এবং এর বাস্তবায়িত ফলাফলের (নতুন একনায়কত্ব) মধ্যে একটি গভীর দ্বন্দ্ব তৈরি করে। ম্যানিফেস্টো মানব সমাজকে "oppressor and oppressed"-এর মধ্যে সরলীকৃত শ্রেণি সংগ্রামে বিভক্ত করে। মার্কস যুক্তি দেন যে "None of the supposed rights of man... go beyond the egoistic man... wholly preoccupied with his private interest"। এর অর্থ হলো– ম্যানিফেস্টো ব্যক্তি অধিকারকে বুর্জোয়া স্বার্থের একটি মুখোশ হিসেবে দেখে, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মবিকাশের ধারণাকে খর্ব করে। ধর্ম, দর্শন এবং অন্যান্য মতাদর্শকে বুর্জোয়াদের অবশেষ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ম্যানিফেস্টো "abolition of homeland and nationality" এর প্রস্তাব করে, কারণ "The working men have no country"। এ ধরনের সরলীকরণ মানব সমাজের বহু-মাত্রিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, যা বাস্তব জীবনে ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের জন্ম দিতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক মূল্যায়ন : 'দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র বিশ্লেষণ এবং এর ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন বিবেচনা করে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন অপরিহার্য। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নৈতিক কাঠামোর প্রস্তাব করে যা ব্যক্তিগত মালিকানাকে সম্মান করে, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে, সুদ নিষিদ্ধ করে এবং শান্তিপূর্ণ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়।

ইসলাম এবং মার্কসবাদ উভয়ই সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সমতার ওপর জোর দেয়। উভয়ই শোষণ, অবিচার এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করে। ইসলামে ন্যায়বিচার (আদল) এবং সমতা (ক্বিস্ত) মৌলিক নীতি, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"

তবে, মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদ শ্রেণি-সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়, যেখানে ধর্মকে 'মানুষের আফিম' হিসেবে দেখানো হয়। অন্যদিকে, ইসলাম ন্যায়বিচারকে মহান আল্লাহর গুণাবলীর অংশ হিসেবে দেখে এবং এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম শান্তিপূর্ণ সংস্কার, নৈতিক উন্নয়ন এবং মহান আল্লাহর আইনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে।

দিক	মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণা	অনিবার্য এবং সমাজের মূল চালিকাশক্তি; শোষক ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব	ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূরীকরণ; সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর জোর।

শোষণের প্রকৃতি	পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত শোষণ, শ্রমের বিচ্ছিন্নতা, 'নগদ সম্পর্ক'	সুদ (রিবা), মজুদদারি, প্রতারণা, অন্যায় লেনদেন নিষিদ্ধ।
সম্পদের বন্টন পদ্ধতি	ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ, উৎপাদনের উপায়ের রাষ্ট্রীয়করণ, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি (শর্তসাপেক্ষ), যাকাত, সাদাক্বাহ্, উত্তরাধিকার আইন, রিবা নিষিদ্ধক...
সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি	সহিংস বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব	শান্তিপূর্ণ সংস্কার, নৈতিক উন্নয়ন, ঐশ্বরিক আইনের বাস্তবায়ন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।
ধর্ম ও নৈতিকতার ভূমিকা	ধর্মকে 'মানুষের আফিম' হিসেবে প্রত্যাখ্যান, নৈতিকতা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিকাঠামো	ধর্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার ভিত্তি, ঐশ্বরিক নির্দেশনা।
চূড়ান্ত লক্ষ্য	শ্রেণিহীন, রাষ্ট্রহীন, সাম্যবাদী সমাজ	একটি ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার অধিকার

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ম্যানিফেস্টো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব করে। মার্কস যুক্তি দেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং এটি শোষণের মূল কারণ। তাদের মতে, "the theory of the Communists may be summed up in the single sentence: Abolition of private property"।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মান করে। কুরআন ও সুন্নাহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের বৈধ উপায় এবং এর সুরক্ষার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করো না; কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করো তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো না।"

ইসলামে, সমস্ত সম্পদের চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবল তার তত্ত্বাবধায়ক (খলিফাহ)। এর অর্থ হলো– ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়, যা সম্পদকে নিজের এবং ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে এবং এর অপচয় বা ক্ষতিকারক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে।

সম্পদের সুষম বন্টন

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ম্যানিফেস্টো সুদের বিষয়ে সরাসরি আলোচনা না করলেও, পুঁজিবাদের শোষণমূলক দিকগুলোর সমালোচনা করে, যা সুদের ধারণার সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত। এটি "Centralization of credit in the hands of the state, by means of a national bank with State capital and an exclusive monopoly"-এর প্রস্তাব করে। মার্কসবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সম্পদের সমতা আনার কথা বলে। ইসলাম সুদ নিষিদ্ধকরণ (রিবা) এবং বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে, যা ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখেই সম্পদের প্রবাহকে উৎসাহিত করে। মার্কসবাদী পদ্ধতি, যেমন- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, প্রায়শই অর্থনৈতিক অদক্ষতা এবং ঘাটতির দিকে পরিচালিত করে কারণ এটি বাজারের চাহিদা-সরবরাহের গতিশীলতাকে উপেক্ষা করে এবং উদ্ভাবনের প্রণোদনা হ্রাস করে।

অন্যদিকে, ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে (যেমন- ব্যক্তিগত সম্পত্তি) যখন যাকাত প্রদান এবং রিবা নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ রোধ করে এবং দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা পূরণের একটি সামাজিক নিরাপত্তা জাল তৈরি করে। এই পার্থক্যটি দেখায় যে, উভয় ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্থনৈতিক সমতা হলেও, তাদের পদ্ধতিগত সমাধানগুলো ভিন্ন। মার্কসবাদ একটি 'ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া' (socialism from above) পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রধান। ইসলাম একটি "bottom-up" পদ্ধতির ওপর জোর দেয়, যেখানে ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং মহান আল্লাহর আইন সম্পদের প্রবাহকে উৎসাহিত করে, যা একটি আরো স্থিতিশীল এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য থাকে।

উত্তরাধিকারের বিলোপ বনাম সুনির্দিষ্ট বন্টন : মার্কসবাদ উত্তরাধিকারের অধিকারের সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব করে, যা সম্পদের কেন্দ্রীকরণ রোধের একটি চরম পদক্ষেপ। ইসলামে, উত্তরাধিকার আইন একটি সুনির্দিষ্ট এবং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার নির্ধারিত পদ্ধতি, যা সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। উত্তরাধিকার বিলোপের মার্কসবাদী প্রস্তাবনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবার ধারণার ওপর সরাসরি আঘাত হানে, যা সামাজিক কাঠামোকে অস্থিতিশীল করে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন ঘটায়। অন্যদিকে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পদের একটি প্রাকৃতিক এবং ধারাবাহিক বন্টন নিশ্চিত করে, যা একটি প্রজন্মের সম্পদকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ রোধ হয় এবং পরিবার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতেও সাহায্য করে। এই পার্থক্যটি দু'টি মতাদর্শের মধ্যে পারিবারিক কাঠামো এবং ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাকে তুলে ধরে। মার্কসবাদ পরিবারকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার একটি পণ্য হিসেবে দেখে এবং এর বিলোপের ইঙ্গিত দেয়। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মৌলিক একক হিসেবে দেখে এবং উত্তরাধিকার আইন দ্বারা এর ধারাবাহিকতা ও সদস্যদের অধিকার রক্ষা করে। সম্পদের বন্টন কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়; বরং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে জড়িত।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার প্রস্তাবনা বনাম ইসলামী নীতিসমূহ–

কমিউনিস্ট প্রস্তাবনা	ইসলামী নীতিসমূহ
ভূমি সম্পত্তির বিলোপ করে।	ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি ও শর্তসাপেক্ষ মালিকানা; সমস্ত সম্পদের চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ তা'আলা।
ভারী প্রগতিশীল আয়কর।	যাকাত (বাধ্যতামূলক ২.৫% বার্ষিক দান), সাদাক্বাহ্ (স্বেচ্ছামূলক দান); সম্পদের সুষম বন্টন।
উত্তরাধিকারের সমস্ত অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপ।	সুনির্দিষ্ট ইসলামী উত্তরাধিকার আইন (ফারাইদ) দ্বারা সম্পদের বন্টন, যা কেন্দ্রীকরণ রোধ করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণের রাষ্ট্রীয়করণ।	সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; ঝুঁকি-ভাগাভাগিভিত্তিক অর্থায়ন; নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যিক লেনদেন।
যোগাযোগ ও পরিবহনের রাষ্ট্রীয়করণ।	জনকল্যাণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করা হয় না; হালাল-হারামের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা ও উৎপাদন বৃদ্ধি।	ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বাজারের স্বীকৃতি; জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ।
সবার জন্য সমান কাজের বাধ্যবাধকতা।	কাজের মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি; তবে বাধ্যতামূলক শ্রম নয়; বরং হালাল উপার্জনের উৎসাহ।
কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়, শহর-গ্রামের পার্থক্য বিলোপ।	ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

এই সারণীটি ম্যানিফেস্টোর প্রস্তাবনা এবং ইসলামী নীতির মধ্যে সরাসরি তুলনা করে একটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করে। এটি পাঠকদের দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দ্রুত বুঝতে সাহায্য করে। এটি দেখায় যে, মার্কসবাদী সমাধান প্রায়শই চরমপন্থী এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, যখন ইসলামী সমাধান ব্যক্তিগত অধিকার এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এটি ইসলামী ব্যবস্থার 'মধ্যপন্থা' (Insaf) নীতিকে তুলে ধরে, যা মার্কসবাদে কঠোর।

বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ম্যানিফেস্টো "forcible overthrow of all existing social conditions"-এর মাধ্যমে বিপ্লবের আহ্বান জানায়। এটি শ্রেণি-সংগ্রামকে অনিবার্য এবং সহিংস বিপ্লবকে একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের একটি বস্তুবাদী ও অনিবার্য গতিপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে বুর্জোয়াদের পতন এবং প্রলেতারিয়েতের বিজয়কে "equally inevitable" হিসেবে দেখা হয়।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ সংস্কার এবং নৈতিক পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। যদিও ইসলামে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষার অনুমতি রয়েছে, তবে বিশৃঙ্খলা বা ব্যাপক সহিংসতাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় দূর করাকে একটি ‘পবিত্র কর্তব্য’ হিসেবে দেখা হয়, যা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে করা উচিত যাতে বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানো যায়। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।”[৬৪]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে, সামাজিক পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ঘটে, কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়। তবে অর্থনীতি ও রাজনীতি কে পথ হিসেবে ব্যবহার এর বৈধতা রয়েছে।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : মার্কসবাদ মূলত একটি বস্তুবাদী দর্শন, যেখানে মানব ইতিহাস এবং সমাজকে অর্থনৈতিক শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হিসেবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, ধর্ম, নৈতিকতা এবং সংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক “ভিত্তি”র “উপরিকাঠামো” হিসেবে দেখা হয়, যা অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত। মার্কস যুক্তি দেন যে, মানুষের অধিকারগুলো “egoistic man”-এর ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে যায় না।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : ইসলাম মানব প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদী উভয় দিক থেকে দেখে। মানুষ মহান আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) এবং তার একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য রয়েছে। সমাজকে কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা নয়; বরং নৈতিকতা, বিশ্বাস এবং ঐশ্বরিক আইন দ্বারা পরিচালিত একটি জটিল ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। ধর্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি। এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখে না; বরং একটি নৈতিক দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে দেখে, যার কর্মফল ইহকাল ও পরকালে প্রতিফলিত হয়।

শাসনের মূলনীতি

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ম্যানিফেস্টো “dictatorship of the proletariat”-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করে। এটি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং বিপ্লবের পর প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করবে। এই ধারণাটি একটি একক দলের শাসন এবং ভিন্নমতের দমনের পথ খুলে দেয়, যা ঐতিহাসিক কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থায় দেখা গেছে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : ইসলামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকে এবং শাসককে ন্যায়বিচার, পরামর্শ (শুরা) এবং জনগণের কল্যাণেরভিত্তিতে শাসন করতে হয়। ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রশংসা করা হয় এবং অন্যায়কারী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে, যেখানে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। রাসূল (ﷺ)-এর শাসনকাল সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি ব্যবহারিক মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে তিনি সম্পদ বন্টনে সমতা এবং দরিদ্র ও দুর্বলদের অধিকার সুরক্ষায় জোর দিয়েছিলেন।

‘দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী এবং দূরদর্শী দলিল। এর শ্রেণি-সংগ্রামের বিশ্লেষণ এবং শোষণের উন্মোচন আজও প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণের বর্তমান প্রেক্ষাপটে। এটি পুঁজিবাদের অস্থির প্রকৃতি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতার একটি শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরে।

তবে, এর প্রস্তাবিত সমাধান, যেমন- ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ, সহিংস বিপ্লবের ওপর জোর এবং ধর্ম ও মানব প্রকৃতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, ইসলামের মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। ম্যানিফেস্টোর “বৈজ্ঞানিক” দাবি এবং এর “জোরপূর্বক উৎখাত”-এর ধারণা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে মতাদর্শিক গোঁড়ামি, কর্তৃত্ববাদ, অর্থনৈতিক অদক্ষতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ প্রশস্ত করেছে।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নৈতিক কাঠামোর প্রস্তাব করে যা ব্যক্তিগত মালিকানাকে সম্মান করে, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে (যাকাত, উত্তরাধিকার আইন), সুদ নিষিদ্ধ করে এবং শান্তিপূর্ণ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানব প্রকৃতির আধ্যাত্মিক দিক এবং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার নির্দেশনার অনুপস্থিতিই কমিউনিস্ট ব্যবস্থার ব্যর্থতার মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি। ইসলামে ন্যায়বিচার কেবল একটি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ধারণা নয়; বরং একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যা মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ থেকে উদ্ভূত হয়। এই মৌলিক পার্থক্যই দু’টি মতাদর্শের মধ্যে চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতির ভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করে। ⊠

---

[৬৪] *সূরা আন্-নাহ্ল : ৯০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সমাজচিন্তা

মাদকের কবলে যুবসমাজ

–মো. সাব্বির আহমেদ বিন সাইফুল ইসলাম*

উপস্থাপনা : যুগে যুগে সকল ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ বা জাতি সর্বাবস্থায় যুবসমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। কারণ যুবসমাজ একটি জাতির মূল চালিকা শক্তি। আর সেই যুবসমাজের অধিকাংশই যখন মাতাল, নেশা গ্রস্থ, পাগল, লাগামহীন বিকারগ্রস্থ হয়। তখন সেই জাতির ললাটে নেমে আসে ঘোর বিপদ, পরাভূত হয় স্বাধীনতা, বিনষ্ট হয় সার্বভৌমত্ব। এহেন পরিস্থিতে উক্ত বিষয়ে যুবসমাজকে সতর্ক করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থ : "তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা উপদেশ মু'মিনের উপকারে আসবে।"[৬৫] মাদক অর্থ যাতে নেশা রয়েছে, অর্থাৎ- নেশা জাতীয় দ্রব্য। যেটা বিবেককে বিকারগ্রস্থ করে। যেমনটি হাদীসে এসেছে–

اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

অর্থ : মদ ঐটা যা জ্ঞানকে বিলোপ করে দেয়।[৬৬]

আর কবল বলতে, খপ্পরে পড়া বা ফাঁদে পড়া বোঝায় এবং যুবসমাজ বলতে তরুণ প্রজন্মকে বোঝায়। অতএব এক কথায় আমরা বলতে পারি, নেশা জাতীয় দ্রব্যের ফাঁদে পতিত তরুণ প্রজন্ম।

প্রিয় পাঠক! প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল এবং এটা তাদের নিত্যদিনের সহজাত প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তাদের কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি বড় অংশ মদের আলোচনায় ভরপুরছিল। এমনকি মদ্দের ব্যবহার এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, মদের ক্রয়-বিক্রয় তাদের নিকট ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। এর প্রমাণ কুরআন মাজীদে অবতীর্ণ হয়েছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তিরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ।"[৬৭]

আল-কুরআনে মদ বর্জনের আদেশ আসা মাত্রই মুসলিমরা মদের পাত্রগুলো চাকু বা ছুরি দিয়ে ভেঙ্গে সেগুলোতে থাকা মদগুলো মাটিতে ফেলে দেয় এবং অবশিষ্ট মদের সন্ধানে তারা বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালায়, যেন সেগুলোও ফেলে দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের যুবসমাজ তার উল্টোটা করছে। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার পঁচা-গলা অপসংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণ করে মদ্য পানে খুবই ব্যস্ততায় জীবন পার করছে। অথচ রাসূল (ﷺ) তাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

যে যে জাতির অনুসরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থ : "মু'মিনগণ যেন মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।"[৬৯]

প্রিয় পাঠক! আমাদের সমাজ জীবনে মাদকাসক্তি বর্তমানে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অভিভাবক দায়ী। কারণ অনেককেই দেখা যায় যে, সন্তান কৌতূহতলবশত তার বাবা বা পরিবারের অন্যকোনো সদস্যের পকেট থেকে সিগারেট চুরি করে খায়। পরবর্তীতে সে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এজন্য অভিভাবককে যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসীত হবে।[৭০]

WPR অর্থাৎ- ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৩৯ শতাংশ মানুষ ধুমপান করে বিশ্বের অষ্টম স্থানে রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ সরকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্বশেষ বিধিমালা ২০১৩ সালে প্রণয়ন করেন এবং পাবলিক প্লেসে এবং পাবলিক পরিবহনে ব্যবহার করলে এর শাস্তির বিধান রেখেছেন। আর

---

*মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

[৬৫] সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ৫৫।

[৬৬] বুখারী- হা. ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৭/১০৬; মুসলিম- হা. ২০৩২।

[৬৭] সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৯০।

[৬৮] সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৩১, হাসান সহীহ।

[৬৯] সূরা আ-লি-'ইমরান : ২৮।

[৭০] সহীহুল বুখারী- হা. ৫১৮৮, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শাস্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– এই বিধান কেউ লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ করলে তিনি পর্যায়ক্রমে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন। আবার একজন যুবক মাদকে আসক্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বন্ধু-বান্ধব। কারণ মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে না জেনেই, কেবল সাময়িক উত্তেজনা লাভের জন্য এবং বন্ধুদের প্ররোচনায় যুবক-যুবতীরা মাদকদ্রব্য সেবন করে। পরে তা তাদের মরণনেশায় পরিণত হয়। আর ধুমপান থেকেই পরে তারা অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন- গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণেও অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে বা তাদের দেখাদেখি অনেকে মাদক গ্রহণ করতে শুরু করে। এজন্যই রাসূল (ﷺ) বন্ধু সম্পর্কে বলেছেন :

«اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

অর্থ : মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে।[৭১]

এমনকি পারিবারিক জীবনেও মাদকের প্রভাব নানা জটিলতা সৃষ্টি করে এবং সুখ-শান্তিকে নষ্ট করে দেয়। মাদকের টাকার জোগান দিতে গিয়ে অনেক সময় পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া হত্যা, আত্মহত্যা, বাড়ি থেকে পালানো বা নিরুদ্দেশ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ভারত, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বন্যার পানির মতো মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া।

বাংলাদেশ সরকারের মাদক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ দেশে মাদকাসক্তের ৯০ ভাগই হলো যুবক-যুবতী ও শিক্ষার্থী। যাদের ৫৮ ভাগ ধুমপান করে এবং বাকী ৪৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মের সাথে জড়িত। আর মাদকাসক্তের গড় বয়স এখন ১৩-তে ঠেকেছে। অবাক করা তথ্য হলো– মাদকসেবীদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। যুবসমাজের এই অধঃপতনের কারণ হলো তারা ইসলামকে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ না করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মাঝে সুখ-শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের যুবসমাজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের অনুসরণ ও অনুকরণে তারা ব্যস্ত। অথচ আল্লাহ বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।”[৭২]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়; বরং আমাদের যুবসমাজ যে পশ্চিমাদের অনুসরণ করে মদ্যপানে ব্যস্ত, সেই পশ্চিমা বিশ্বই মদপান নিষিদ্ধের চর্চায় ব্যর্থ হয়েছিল। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে তার জনগণকে মদের ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ১৯২০ সালে মদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনটি বাস্তবায়নে তারা নাটক-সিনেমায় প্রচার, রেডিও, টেলিভিশন এবং বইপত্রে প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায় এবং এই প্রচারণায় তারা ৬৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। মদের ক্ষতিকর দিকের বিবরণ এবং এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে ৯ হাজার মিলিয়ন পৃষ্ঠার কৃষ্ণপত্র তৈরি করে। এটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, এই আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ২০০ মিলিয়ন লোককে হত্যা এবং অর্ধ মিলিয়ন লোককে কারারুদ্ধ করা হয়। এমনকি এই আইন অমান্যকারীদের ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা প্রদানের আইন করা হয়। অবশেষে মার্কিন সরকার ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে মাদক নিষিদ্ধকরণ আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়।[৭৩]

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতাগুলো স্বাধীনতার কথা বললেও তারা তাদের জনগণকে ঐ স্বাধীনতা দিতে পারেনি, যে স্বাধীনতা আল-কুরআন একজন মুসলিমকে দিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মনে করে, স্বাধীনতা হলো– তুমি যা ইচ্ছা তাই করো এবং যেভাবে ইচ্ছা ক্ষমতার ব্যবহার করো। এই কারণে তারা আবেগ এবং প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বর্জন করেছে। ফলে পশ্চিমারা প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব এই দুনিয়াতে মদ পান করে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হওয়া যাবে না। কেননা হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

অর্থ : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অতঃপর তা থেকে তাওবাহ্ করল না সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে।[৭৪]

---

[৭১] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৭৮; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৩৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০১৯/১৭, হাসান গারীব।*

[৭২] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫১।*

[৭৩] *উলূমুল কুরআন- সৈয়দ আল-হাকীম, পৃ. ৭০।*

[৭৪] *আন্ নাসায়ী- হা. ৫৬৭১, সহীহ; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৩৭৩।*

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু তথাকথিত বিদ‘আতী মুফতীদের আমদানী হয়েছে। যারা তামাকের মতো নেশাজাতীয় দ্রব্যকে মাকরূ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আর এদেশের সরলমনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ».

অর্থ : যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা হয়, ঐ বস্তুর অল্প ব্যবহারও হারাম।[৭৫]

আর মাদক হচ্ছে শয়তানের এক প্রকার অস্ত্র। যার মাধ্যমে শয়তান শুধুমাত্র যুবসমাজ নয়; বরং গোটা মু’মিন-মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের জন্য এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এজন্য আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করে বলেছেন :

অর্থ : “নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়।”[৭৬]

তাই যুবসমাজকে ইবলিশ শয়তান সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। কারণ দুনিয়াতে যারা ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ও তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। শয়তান মহান আল্লাহকে ওয়াদা করে বলেছিল–

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ﴾

অর্থ : “সে বলল, আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো।”[৭৭]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আল্লাহ তা‘আলা আমাদের অসংখ্য নিয়ামত আমানত হিসেবে দিয়েছেন। তার মাঝে অন্যতম হলো বিবেক এবং যৌবনকাল। অথচ বর্তমান যুবসমাজ মাদক সেবনের মাধ্যমে সেই আমানতের খিয়ানত করছে অর্থাৎ- বিবেক এবং যৌবনকালকে বিকারগ্রস্থ করে দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থ : “তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।”[৭৮]

এমনকি কিয়ামতের বিভীষিকাময় কঠিন দিনে প্রত্যেকে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন মাদকে আসক্ত এই যুবসমাজ কি উত্তর দিবে? ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন :

«لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ».

অর্থ : নবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের দুই পা মহান আল্লাহর নিকট থেকে সরতে পারবে না। তার জীবন সম্পর্কে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে বিনাশ করেছে।[৭৯]

সুতরাং যৌবনকাল জীবনের একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও আলাদাভাবে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখান থেকে বোঝা যায় এই সময়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব মাদক শুধুমাত্র যুবসমাজের জন্য হারাম নয়; বরং গোটা মুসলিম জাতির জন্য হারাম। যেমন- রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য মদ, আর প্রত্যেক মদ হারাম।[৮০]

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

অর্থ : প্রত্যেক ঐ সকল পানীয় দ্রব্য যা জ্ঞানকে বিকৃত করে, তাই হারাম।[৮১]

বি. দ্র. যুবকদের পাশাপাশি বিশেষ করে প্রত্যেক তালিবুল ‘ইল্‌মকে এই মাদক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সতর্ক-সাবধান থাকতে হবে। কারণ মদ্যপান হচ্ছে মহাপাপ। আর পাপ মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে দেয়। আর কলুষিত অন্তরে ‘ইল্‌ম প্রবেশ করে না। এজন্যই ‘ইল্‌ম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَلْعِلْمُ نُوْرٌ مِنْ إِلٰهِيْ وَنُوْرُ اللهِ لَا يُعْطٰى لِلْعَاصِ.

‘ইল্‌ম হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর বা আলো, আর মহান আল্লাহর নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না।

উপসংহার : পরিশেষে বলবো, আমরা যেন মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, অন্যকে সতর্ক এবং সাবধান করি। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

“হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো অগুন হতে।”[৮২] ⊠

---

[৭৫] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৬৮১, হাসান সহীহ।*
[৭৬] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৯১।*
[৭৭] *সূরা সোয়াদ : ৮২।*
[৭৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৫।*
[৭৯] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬, হাসান।*
[৮০] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫১১৩, মা. শা., হা. ৭৫/২০০৩।*
[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৮৫।*
[৮২] *সূরা আত্-তাহ্রীম : ৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নিভৃত ভাবনা

আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

মানবজাতিকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। এই ধারাবাহিকতার শেষ হয়েছে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে। তিনিই সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে–

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

"মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাত।"[৮৩] কিন্তু যুগ পরম্পরায়, কালের পরিক্রমায় আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বীন-ইসলামের দায়িত্ব পালন করবেন। সে হিসেবে সমাজের হক্কানি আলেমদের মর্যাদা অনেক বেশি। এরাই 'ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াহ্'। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়, আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপরে ওইরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্য তারকাগুলোর ওপর যেইরূপ।[৮৪]

বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাজী আয়াজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই তুলনার কারণ হলো– নক্ষত্রের আলো দ্বারা সে কেবল নিজেই আলোকিত হয়। কিন্তু চাঁদের আলো নিজেকে ছাড়াও অন্যকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে আবেদ তার 'ইবাদতের দ্বারা কেবল নিজের আত্মিক উন্নতি ঘটায়। কিন্তু একজন আলেম তার 'ইল্‌ম দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হন তেমনি অন্যদের উপকার করে থাকেন।

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! আলেম কারা? এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। আলেম শব্দটি 'ইল্‌ম থেকে উৎসারিত। যার অর্থ হলো জ্ঞানী, শিক্ষিত যিনি জানেন। 'ইল্‌ম থেকে উৎসারিত আরো কতিপয় শব্দ যেমন- উলুম, মুআল্লিম, আল্লামা, তা'লিম ইত্যাদি শব্দ বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে কম-বেশি সুপরিচিত।

আরবরা যদিও 'ইল্‌ম ও আলেম শব্দ দ্বারা যেকোনো সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান এবং ওই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে সে রকমটি বুঝানো হয় না। এখানে 'ইল্‌ম বলতে দ্বীনি বা ধর্মীয়জ্ঞান এবং আলেম বলতে দ্বীনি বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়।

ওলামা বলতে এমন লোকদের বোঝানো হয়, যারা মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত এবং বিশ্বের সৃষ্টিকূলে, তার আবর্তন-বিবর্তন ও পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন। সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে, দিবা-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করেন। কেবল নাহু-সরফ, ফিক্বাহ, অলংকারশাস্ত্র কিংবা বিশুদ্ধ আরবি ও ফার্সি জানা ব্যক্তিদেরকে ওলামা বলা হয় না। ইসলামী পরিভাষায় 'ইল্‌ম বলতে বোঝানো হয়, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত পথে জীবনাচারের শিক্ষা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত জ্ঞানই হলো 'ইল্‌ম। আর যিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ববর্ণিত হালাল-হারাম এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হন তিনিই হলেন আলেম।

সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত যে, একদা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আকাবিরে তাবেয়ীনদের অন্যতম কাহে আহবার (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করলেন সাহেবে 'ইল্‌ম বা প্রকৃত আলেম কারা? প্রত্যুত্তরে কা'ব (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, সাহেবে 'ইল্‌ম বা প্রকৃত আলেম তারা যারা স্বস্ব অর্জিত 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমলও করেন। মিশকা-তুল মাসা-বীহ'র বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, পুনরায় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু আলেমদের অন্তর হতে 'ইল্‌ম বের করে দেয়? উত্তরে কা'ব (রহিমাহুল্লাহ) জানালেন, (পার্থিব) লোভ-লালসা (আলেমদের অন্তর হতে) 'ইল্‌মকে বের করে দেয়।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এ উম্মতের আলেমরা দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সে আলেম যাকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে 'ইল্‌ম দান করেছেন, আর সে লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে মানুষের নিকট থেকে কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর** ও **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইনস্টিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

[৮৩] সূরা আল-আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৪০।

[৮৪] মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২১২।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

করেননি কিংবা তা বিক্রয়ও করেননি। সেই আলেমের জন্য জলভাগের মৎস ও স্থল ভাগের প্রাণী এবং মহাশূন্যে উড়ন্ত পক্ষীকুল মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম হচ্ছে– যাকে আল্লাহ ‘ইল্ম দান করেছেন, কিন্তু সে আল্লাহর বান্দাদের সাথে (তার ‘ইল্ম বিতরণের ব্যাপারে) কৃপণতা করেছে। লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে (‘ইলম খরচ করে কিংবা ‘ইল্ম শিক্ষা দিয়ে) বিনিময় গ্রহণ করেছে এবং মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে। (তার শাস্তি হলো) কিয়ামত দিবসে তাকে আগুনের লাগাম দেয়া হবে এবং একজন আহ্বানকারী শব্দ করতে (বলতে) থাকবেন যে, “এই ব্যক্তি হচ্ছে ওই আলেম, যাকে আল্লাহ সদয় হয়ে ‘ইল্ম দান করেছিলেন, কিন্তু সে আল্লাহর বান্দাদের সাথে (‘ইল্মের ব্যাপারে) কৃপণতা করেছে, লোভের তাড়নায় বিনিময় গ্রহণ করেছে এবং মূল্যের বিনিময়ে ‘ইল্ম বিক্রয় করেছে।” আর এভাবে হাশ্‌র ময়দানের কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শব্দ করতে থাকবে।

কী ভয়ানক পরিণাম! তাহলে আলেমদের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা? সংসার কেমনে চলবে? চাল-ডাল, বাড়ি-ভাড়া ইত্যকার নানা খরচ কীভাবে যোগান দেবেন? এমনিতরো গুরুতর প্রশ্নে আমরা জড়সড় হয়ে পড়ি। নিরুত্তর মৌনতার সম্মতি। কিন্তু নাহ! আমাদের নবীদের দিকে তাকাতে হবে। তাকাতে হবে সাহাবী আজমাঈন, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীন ও সালফে সালেহীনদের দিকে। মাত্র ক'দশক আগেও চোখ ফিরালে আমরা জানতে পারবো আলেমরা কীভাবে তাদের নিত্য প্রয়োজন মেটাতেন। অন্যের গলগ্রহ না হয়ে মর্যাদার সাথে বসবাসের হাজারো অনুপম দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিরাজমান। অনন্তকালের সুখলাভের প্রত্যাশায়, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের আশায় বৈষয়িক প্রাপ্তিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। বৈষয়িক লেন-দেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

নবী-রাসূল (ﷺ) সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরদের প্রায় প্রত্যেকেই সংসাব পরিচালনা করার জন্য কোনো একটি পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। দাউদ (আলায়হিস সালাম) রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি লৌহবর্ম তৈরি করতেন। সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) ঝুড়ি বানাতেন। আমাদের প্রিয়নবী (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই নানা ধরনের ব্যবসা করেছেন। রাসূল (ﷺ) যৌবনে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। জারেক নামক স্থানে তিনি কৃষি কাজও করেছেন। তাঁদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা হালাল উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তবে তা জ্ঞানচর্চায় কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি। তদীয় জীবিকা ও জ্ঞানচর্চার মধ্যে ভারসাম্য ছিল বিস্ময়কর; বরং পেশা বা আয়ের সুসংহত পৃথকখাত থাকায় তারা নিশ্চিন্তে জ্ঞানচর্চা করতে পারতেন। জীবন ধারনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলাম কখনো এর গুরুত্ব অস্বীকার করেনি; বরং বিভিন্নভাবে জীবিকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে দুনিয়ার সমুদয় কল্যাণ কামনা করে দু'আও শিখানো হয়েছে। যেমন-

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন। আর পরকালেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ‘আযাব থেকে রক্ষা করুন।”[৮৫]

আমাদের সালফে-সালেহীনদের মধ্য থেকে অনেকেই ‘ইল্মের সুখ্যাতির পাশাপাশি অন্যান্য পেশায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। ইতিহাসে অনেক আলেমের নাম পাওয়া যায় যাদের নামের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উপাধিজ্ঞাপক শব্দ যেমন- ‘কুদুরী’ (হাড়ি-পাতিল নির্মাতা), ‘বাযযায’ (বস্ত্র ব্যবসায়ী), ‘হাদ্দাদ’ (লৌহকার), ‘খাইয়াত’ (দর্জি), ওয়াররাক (বই বিক্রেতা) ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা নির্ণায়ক শব্দযুক্ত করতে দেখা যায়। যার অর্থ তারা নিজেরা তাদের জীবিকা অর্জন এই পেশার মাধ্যমে করতেন। অনেকেই ‘ইল্মের পাশাপাশি তাদের সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার এটাও ঠিক যে পার্থিব মুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে কষাঘাত করে অনেকেই ‘ইল্মের বা দ্বীনের খিদমত করেছেন। ‘ইল্ম বা দ্বীনের খিদমতের স্বার্থে নিজের পেশা বা কারবার বর্জন করে শুধুমাত্র ‘ইল্মের সাথে দ্বীনের খিদমতের মাঝে নিজকে বিলীন করে অমর হয়ে রয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহিমাহুল্লাহ) মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি অভিমত দেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে হাতের কাজ শেখাতে হবে। যেমন- চরকি চালানো, কাপড় বোনা, ঘড়ি মেরামত, বই-পুস্তক-খাতা বাঁধাই, চামড়া রং করা, বুট তৈরি, লোহার কাজ, স্বর্ণের কাজ, ইলেকট্রিক কাজ ইত্যাদি। উল্লিখিত কাজসমূহ নির্বাচনে ছাত্রদের স্বাধীনতা দেয়া হতো। অধুনা আলেমগণ তারা নিজের নামের শেষাংশে জন্মস্থানবাচক নাম জুড়ে দেন। পেশাভিত্তিক নাম দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। অর্থাৎ- অন্যকোনো পেশায় তাদের আগ্রহ নেই।

---

[৮৫] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২০১।

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! আমরা জানি যে, ইসলামের প্রথম খলিফা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। জীবিকার্জনের লক্ষ্যে তিনি দিনের কিছু সময় বাজারে অতিবাহিত করতেন। পরে রাষ্ট্রীয় কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুরূদ্ধ হয়ে অতি সামান্য মাসোহারা গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অনুরূপ ইতিহাস আমরা জানি। চতুর্থ খলিফাতো পরিষ্কার শ্রমজীবী ছিলেন। খিলাফত পরিচালনার পাশাপাশি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রীতিমত অন্যের গৃহে শ্রম দিয়েছেন।

এইতো কয়েক শ' বছর আগেও পরাক্রমশালী মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ হাতে কুরআনুল হাকীম লিপিবদ্ধ করতেন। তার তিনশ' বছর আগে দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিনও কুরআন নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোনো বেতন-ভাতা নিতেন না। দারুল উলুম দেওবন্দের কুতুবখানায় বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হস্তলিখিত কুরআনুল মাজীদের কপি হুবহু বিদ্যমান।

ইসলামে বিঘোষিত নীতিমালার একটি হলো জীবিকার জন্য স্বহস্ত উপার্জন। এটিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌ক। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আগে শাইখুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানতুবি (রাহিমাহুল্লাহ) মিরাটের একটি ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ করতেন। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর তা ছেড়ে দেয়ার তাগাদা দিয়ে চিঠি দেয়া হলে তিনি আরজ করলেন : সব ছেড়ে দিলে আমার পরিবার খরচ বহন করব কী করে? তাহলে কি তাঁর মাঝে কোনো তাক্বওয়া, পরহেজগারী ছিল না? অবশ্যই ছিল। অধিক তাক্বওয়ার ফলেই দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি কোনো দিনও বেতন গ্রহণ করেননি।

ইতিহাসের থেরোপাতায় চোখ বুলালে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। নিকট অতীতের ফকিহুল উম্মত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহিমাহুল্লাহ) বই বাঁধাইয়ের কাজ করে সংসার নির্বাহ করতেন। শাইখুল হিন্দ (রাহিমাহুল্লাহ)'র আতর ব্যবসা ছিল। শাইখুল হাদীস ইয়াহিয়া কান্ধলভীর (রাহিমাহুল্লাহ) ছাপাখানা ছিল। শাইখুল হাদীস জাকারিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ও আশরাফ আলী থানভী (রাহিমাহুল্লাহ) তাসনিফাতের কাজ করতেন। তাসনিফাত হলো বিষয়ভিত্তিক বই বা জ্ঞানের তালিকা তৈরি করা অথবা বিষয়বস্তুকে শ্রেণী অনুসারে সাজানো। আল্লামা মঞ্জুর নোমান (রাহিমাহুল্লাহ) পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতেন। আলী মিয়া নদভী বই ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাম্মাদ ইবনু যায়েদ ইবনু দিরহাম খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ইমাম আইউব আস্‌ সাখাতিওয়ানির ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা আইউব সাখাতিওয়ানির কাছে বাজারে যেতাম হাদীস পড়তে। তিনি বলতেন, তোমরা আমার সামনে বসে ক্রেতাদের পথ আটকে দিচ্ছ। আমার পেছনে বসো। তারপর যা জানতে চাও প্রশ্ন করো। পেশা বা আয়ের সুসংহত খাত থাকার ফলে তাদের 'ইল্‌মচর্চার পথ মসৃণ হতো। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তার ছাত্র হাসান ইবনু রবি কুফিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার পেশা কি? হাসান বললেন, 'আমি চাটাই'র ব্যবসা করি। কয়েকজন কর্মচারি আছে। তারা চাটাই বানায় এবং বিক্রি করে।' 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেন, 'তোমার এই ব্যবসা না থাকলে আমার এখানে থাকা তোমার জন্য কঠিন হতো। আবূ 'উমার মুহাম্মদ ইবনু খশনাম ইবনে আহমদ নিশাপুরী নিশাপুরের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি কাগজের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

আবুল 'আব্বাস আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনে সা'ঈদ ইবনুল 'আব্দুর রহমান বসবাস করতেন কুফায়। পেশায় ছিলেন ওয়াররাক। খতীব বাগদাদী তার সুন্দর হস্তলিপির প্রশংসা করেছেন, আবূ মূসা সুলাইমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনে আহমদ পরিচিত ছিলেন হামেদ বাগদাদী নামে। তিনি ছিলেন কুফার বিখ্যাত নাহুবিদ তিনিও পেশায় ওয়াররাকও ছিলেন। আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনু 'আব্দুল মালেকও ছিলেন পেশায় ওয়াররাক। মাহা নামক স্থানের আলেমগণ কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। জগদ্বিখ্যাত পর্যটক ও ভূগোলবিদ মাকদিসি তাদের সম্পর্কে লিখেছেন– তাঁরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তাদের হাতের লেখাও খুব সুন্দর। আবুল কাসেম ইসমা'ঈল বিন আহমদ সমরকন্দী ছিলেন তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। বাগদাদের জামে মানসুরে হাদীস দারস দিতেন। ইবনুল জাওযী লিখেছেন, তিনি ওয়াররাকদের বাজারে বই বিক্রি করতেন।[৮৬]

আবূ জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনে আইউব বাগদাদি ছিলেন, তদানীন্তন বাগদাদের প্রখ্যাত আলেম। যিনি কা'ব ইবনু ইয়াহিয়া ইবনে খালেদ বার্সাকীর গৃহে অবস্থান করে বইপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। আবুল ফযল মানসুর

---

[৮৬] পেশাজীবি আরেক নাম। আল্লামা সামআনি বলেন, 'ওয়াররাক বা কুরআনুল কারীম, হাদীস ও অন্যান্য বইপত্র লেখার কাজ করে। এছাড়া কাগজ বিক্রি করে তাদেরকেও ওয়াররাক বলা হয়। আলেমদের অনেকেই এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। 'ইল্‌মচর্চার পাশাপাশি জীবিকার্জনের জন্য পেশাটি তাঁদের পছন্দের ছিল। ইবনু খালদুনের মতে, বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করা ছাড়াও প্রুফ দেখা, বাঁধাই করা এবং বই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ওয়াররাকরা সম্পন্ন করতেন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিন নসর বিন 'আব্দুর রহিম নিশাপুরিও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আল্লামা সামআনি তার সম্পর্কে লিখেছেন– খোবাসানের প্রসিদ্ধ মানসুরি কাগজের জুড়ি ছিল না। আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আলী বিন 'আব্দুল্লাহ ওয়াররাক ছিলেন শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি কলম ও কালি বিক্রি করতেন। আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদের বাবে নববীর পাশে কালি বিক্রি করতেন। ব্যবসার সাথে উলামাদের নামের তালিকা দীর্ঘ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারকও ব্যবসা করতেন। তাজকিরাতুল হুফফাজে তার জীবনী আলোচনায় যাহাবী তাঁকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

উলামায়ে কিরামগণ কখনো কখনো রাজদরবারে চাকরি করেছেন। ইবনু হাযম আন্দালুসি ছিলেন খলিফা মুস্তানতাহির বিল্লাহর উযির। শাফে'য়ী মাযহাবের ফকিহ্ কামালুদ্দিন ছিলেন সুলতান নুরুদ্দিনের দরবারের সভাসদ। ইবনু খাল্লিকান তাঁর প্রশংসা করেছেন। মাওলানা তাজুদ্দীন ইব্রা-হীম পাশা ছিলেন 'উসমানী সুলতান বায়জীদ ইলদ্রিমের মন্ত্রী। আবূ বক্র আহমদ ইবনু সালমান বিন হাসান ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের আলেম। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। প্রতি শুক্রবার জামে মানসুরে তাঁর দু'টি মজলিস হতো। জুমু'আর আগে তিনি হাম্বলী ফিক্বাহর আলোকে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জুমু'আর পর হাদীসের দরস দিতেন। তিনি লেপ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সালেম বিন 'আব্দুল্লাহ একজন প্রথিতযশা আলেম ছিলেন। তিনি বাজারে ব্যবসা করতেন। দাঊদ বিন আবী হিন্দ রেশমি চাদর বিক্রি করতেন। ইমাম আবূ হানীফ ছিলেন প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। বিখ্যাত ক্বারী হামযাহ্ যিয়াত, যাইতুনও আখরোটের ব্যবসা করতেন। কুফায় তিনি বসবাস করতেন। মুহাম্মদ ইবনু সুলাইমানের ছিল ঘোড়ার ব্যবসা। জ্ঞানের জগতে এসকল দিকপাল জ্ঞানচর্চাও বিতরণে কার্পণ্য করতেন না। সংসার পরিচালনার অর্থ যোগাড় হলেই তারা কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে 'ইল্ম চর্চায় ব্যাপৃত হতেন।

হালাল রিয্ক ছাড়া 'ইবাদত হয় না। রাব্বে কারীমের নৈকট্য অর্জনও হয় না। সে কারণে স্বহস্ত-উপার্জনকে প্রাধান্য দেয়ার বহুল প্রচলন ছিল। উলামা কিরামেগণ কাপড়ের ব্যবসা পছন্দ করতেন। এ জন্য অনেকেই এই ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েন। এমনই একজন আলেম হলেন ফুরাত কাজাজ তামিমি। তার জন্মস্থান বসরায় হলেও তিনি কুফায় বসবাস করতেন। ছিল কাপড়ের ব্যবসা। আবূ মনসুর আব্দুর রহমান বিন গালেব একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। অনেকের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আবুল হাসান মোহাম্মদ বিন সান্নান বিন ইয়াজিদ হাদীসের দরস দিতেন। পাশাপাশি তার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। আবূ ইয়াহইয়া বিন ঈশা ছিলেন ইমাম মালেকের ছাত্র। অনেক মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। আবূ সুলাইমান আইউব বিন সালমান বসরায় বসবাস করতেন। তার পেশা ছিল সূতি কাপড়ের ব্যবসা। রবি বিন সালেম বসরায় পুরাতন কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আবূ ইসহাক ইব্রা-হীম বিন হুসাইন হাল্লাজ ছিলেন বাগদাদের নামজাদা কবি ও সাহিত্যিক। তিনি তুলার ব্যবসা করতেন।

আবূ বক্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু গাজাল ছিলেন হাসান বসরীর ছাত্র। তিনি সুতার ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। আবূ মনসুর মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ বাগদাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সুতার ব্যবসা করতেন। তিনি ব্যবসার ফাঁকে হাদীস পড়ার জন্য মিম্বরে যেতেন। খত্বীব বাগদাদী তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। মাওলানা 'উসমান খায়রাবাদী একজন তুখোড় আলেমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদে' সুলতানুল মাশায়েখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া লিখেছেন, তিনি সব্জি বিক্রি করতেন এবং শালগম ও অন্যান্য তরকারি রান্না করে বিক্রি করতেন। এমন নয় যে, তিনি আধুনিককালের মতো নামের মাওলানা ছিলেন। স্বয়ং নিজামউদ্দিন আউলিয়া লিখেছেন, তিনি কুরআনের মুফাস্সির ছিলেন। মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী লিখেছেন আহমদ হাসান কানপুরির ছেলের কথা। তিনি নিজেও পিতার মতো বড় আলেম ছিলেন। তিনিও দোকানে বসে মিঠাই বিক্রি করতেন। কানপুরে তার মিঠাইয়ের খুব সুনাম ছিল।

আলেমদের অনেকের সাবানের ব্যবসা ছিল। শাইখুল ইসলাম আবূ 'উসমান ইসমা'ঈল ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ সাবুনি নিশাপুরি নিশাপুরের বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস। প্রায় ৬০ বছর তিনি 'ইল্মচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। নিয়মিত ওয়াজ নসিহত করতেন। নিশাপুরের বাইরে খোরাসান গজনি, হিন্দুস্থান, জুরজান, তাবাবিস্তান, শাম, আজারবাইজান প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে হাদীসের দরস দিতেন। তাঁর সাবানের ব্যবসা ছিল। আবূ মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ছিলেন এমন আরেকজন সাবান ব্যবসায়ী আলেম। উলামাদের কেউ কেউ মাটির পাত্র তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেন। সা'ঈদ ইবনু যুর'আ ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। তিনি আবূ 'আব্দুল্লাহ সাওবান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পেশাছিল মাটির তৈরি পাত্র বিক্রির। আবূ বক্র মোহাম্মদ ইবনু 'আলী রাশেদী ছিলেন ব্যাকরণবিদ। তিনিও মাটির পাত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কিশোর ভুবন

আকাশ থেকে নামবেন এক মহান অতিথি

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

সকালের সোনাঝরা আলোয় ভরে আছে শ্রেণিকক্ষ। জানালা দিয়ে হালকা বাতাস ঢুকছে, ছেলেমেয়েরা গল্প করছে টুংটাং শব্দে। এমন সময় দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন শিক্ষক। সবাই একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।"

শিক্ষকও মিষ্টি হাসি দিয়ে জবাব দিলেন : "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।" এরপর তিনি সবার খোঁজ-খবর নিলেন। হঠাৎ বললেন– "বাচ্চারা, জানো কি? একদিন পৃথিবীতে এমন একজন মহান অতিথি আসবেন, যিনি সরাসরি আকাশ থেকে নেমে আসবেন!" কথাটা শুনে সবাই অবাক। চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো : "স্যার! তিনি কি ফেরেশ্তা?" শিক্ষক মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন : "না, তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ।"

শিশুরা একসাথে চিৎকার করে উঠলো– "মানুষ? মানুষ আবার আকাশ থেকে নামে নাকি!" শিক্ষক একটু থেমে বললেন : "হ্যাঁ, তিনি মানুষ; তবে সাধারণ মানুষ নন, তিনি মহান আল্লাহর প্রেরিত এক মহামানব।"

শিশুরা আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন ছুড়তে লাগলো : "তাহলে কি নতুন কোনো নবী আসবেন?" "তিনি এখন কোথায়?" "তিনি কি মারা যাননি?" শিক্ষক গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন : "তিনি কোনো নতুন নবী নন। তিনি নবী 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)। প্রায় দুই হাজার বছর আগে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী ও রাসূল বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। তাই তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। আজও তিনি জীবিত, প্রথম আসমানে আছেন।"

শিক্ষক তখন কুরআনের আয়াত পড়ে শোনালেন : "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।"[৮৭] শিশুরা বিস্ময়ে হা করে শুনছিল।

➤ আশ্চর্যজনক জন্ম– শিক্ষক বললেন : "ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর জন্ম ছিল অনন্য আশ্চর্যের ঘটনা। তাঁর কোনো পিতা ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাতা মারইয়াম (আলায়হাস সালাম)-এর গর্ভে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলেন। তাই তিনি জন্ম নিলেন কেবল মহান আল্লাহর কুদরতে। এজন্য তাঁকে রূহুল্লাহ বলা হয়, অর্থাৎ- মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রূহ্।"

[৮৭] *সূরা আন্ নিসা : ১৫৮।*

এরপর তিনি কুরআনের আয়াত শোনালেন : "আল্লাহর নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। তিনি তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বলেছেন 'হও', আর তিনি হয়ে গেছেন।"[৮৮]

➤ মু'জিযার বিস্ময়– শিশুরা কৌতূহলী হয়ে বলল : "স্যার, তিনি কী কী বিস্ময়কর কাজ করতে পারতেন?"

শিক্ষক আনন্দভরে বললেন : আল্লাহর অনুমতিতে তিনি অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন– **১.** ছোট্ট শিশু অবস্থাতেই দোলনা থেকে কথা বলেছিলেন। **২.** কাদামাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে তাতে প্রাণ দিতেন। **৩.** জন্মান্ধকে চোখের আলো দিতেন, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। **৪.** এমনকি মৃত মানুষকেও জীবিত করতেন। **৫.** মানুষের খাওয়া-দাওয়া ও ঘরে কী মজুত আছে, তাও বলে দিতেন। ক্লাসরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হলো সবাই চোখ বুজে সেই দৃশ্য কল্পনা করছে।

➤ আবার কেন আসবেন? একজন শিশু হাত তুলে জিজ্ঞেস করল : "স্যার, তিনি আবার পৃথিবীতে আসবেন কেন?"

শিক্ষক বললেন : "তিনি আসবেন দাজ্জালকে হত্যা করতে, পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ভেঙে দিতে। তিনি কোনো নতুন শরিয়ত আনবেন না; বরং আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করবেন।" তারপর শিক্ষক হাদীস শোনালেন : "তোমাদের মাঝে মারইয়ামের পুত্র ন্যায়বিচারক শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।"[৮৯]

➤ কোথায় ও কীভাবে আসবেন? শিক্ষক কণ্ঠ নিচু করে রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন : "হাদীসে এসেছে, তিনি দামেস্ক শহরের পূর্বদিকে সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। সেই সময় মুসলিমরা ফজরের নামায পড়বে। হঠাৎ আকাশ থেকে দেখা যাবে, দুই ফেরেশ্তার কাঁধে ভর দিয়ে নেমে আসছেন 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)। তাঁর মাথা থেকে টপটপ করে পানি ঝরবে, যেন সদ্য স্নান করে এসেছেন।" শিশুরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। যেন তাদের চোখের সামনে আকাশ থেকে একজন মহামানব নেমে আসছেন!

➤ সারসংক্ষেপ ও শিক্ষণীয় বার্তা– শেষে শিক্ষক বললেন : "বাচ্চারা, আমরা আজ যা জানলাম তা হলো– নবী 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) পিতা ছাড়াই আল্লাহর কুদরতে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি বহু মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করেছিলেন মহান আল্লাহর অনুমতিতে। তিনি এখনো জীবিত আসমানে আছেন। কিয়ামতের আগে আবার আসবেন দাজ্জালকে হত্যা করতে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আর আমরা শিখলাম, আল্লাহর শক্তির কোনো সীমা নেই।" শিশুরা সবাই একসাথে বলল : "সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ মহান!" ⊠

[৮৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৫৯।*
[৮৯] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– মহিলাদের জন্য কী আছে?***

ইয়ামিন হোসেন
পিরোজপুর।

জবাব : জান্নাতীদের নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করো।" *(সূরা হা-মীম আস্ সিজদাহ্ : ৩১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" *(সূরা আয্ যুখরুফ : ৭১)*

এটা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়ে দেবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আল-গা-ফির : ৮)*

আর দুনিয়াতে যদি অবিবাহিত থাকে তাহলে জান্নাতে তার নয়ন জুড়ানো কোনো পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা হওয়ার কারণ কী?***

নূরুন্নাহার
নারিন্দা, ঢাকা।

জবাব : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি ঠিক। কেননা নবী (ﷺ) একদা খুৎবাহ্ প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

"হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে সাদাক্বাহ্ করো। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্য থেকে। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্য থেকে হবে– এই প্রশ্ন নবী (ﷺ)-কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে মানুষের ওপরে অভিশাপ করে থাকো এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার করো।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল হায়য)*

নবী (ﷺ) এই হাদীসে নারীদের বেশি হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশি পরিমাণে অভিশাপ করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দু'আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব?***

শফিকুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : কোনো সন্দেহ নাই যে, ভাগ্যের লিখন পরিবর্তনে দু'আর প্রভাব রয়েছে। তবে জেনে রাখা দরকার, পরিবর্তনটাও পূর্বে লেখা আছে যে, দু'আর মাধ্যমে অমুকের ভাগ্যের এই পরিবর্তন হবে। এই ধারণা যেন না হয় যে, আপনি ভাগ্যের কোনো

অলিখিত বস্তু পরিবর্তনের জন্যে দু'আ করছেন। সুতরাং দু'আ করবেন এটাও লেখা আছে। আর দু'আর মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তাও লিখিত আছে। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা হলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। নবী (ﷺ) একদল সৈনিক কোনো একদিকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কোনো এক গোত্রের নিকটে মেহমান হিসাবে উপস্থিত হলে গোত্রের লোকেরা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। রাতের বেলা সেই গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত সাঁপে দংশন করল। তাকে ঝাড়ার জন্য কবিরাজ অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু কোনো কবিরাজ পাওয়া গেল না। অবশেষে লোকেরা সাহাবীদের নিকট এসে কবিরাজ অন্বেষণ করল। একজন সাহাবী বললেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে রাজি আছি, তবে আমাকে বিনিময় দিতে হবে। তারা একশ'টি ছাগল দিতে রাজি হলে উক্ত সাহাবী রোগীকে সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলেন। ফলে রোগী এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠল মনে হয় যেন রশির বাঁধন হতে মুক্ত করা হলো।

উক্ত হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রোগ মুক্তির জন্য ঝাড়-ফুঁক যথেষ্ট কার্যকর। দু'আর প্রভাব রয়েছে। তবে তাতে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না; বরং ভাগ্যে এটাও লেখা রয়েছে যে দু'আ করবে, তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। সব কিছুই সংঘটিত হয় ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আল্লাহ বা তাঁর রাসূল অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কী?

লিটন আহমেদ
কদমতলী, কেরানীগঞ্জ।

জবাব : এই কাজটি অর্থাৎ- আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) অথবা কুরআন অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফ্রী। যদিও তা মানুষকে হাসানোর নিয়তে হয়ে থাকে। নবী (ﷺ)-এর যুগে এ রকম বিদ্রুপের ঘটনা ঘটেছিল। একদা মুনাফিক্বরা তাঁকে এবং সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা এ সমস্ত লোকদের চেয়ে অধিক পেট পূজারী, অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের চেয়ে অধিক ভীতু আর কাউকে দেখিনি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাশা করছিলাম।" *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫)*

নবী (ﷺ)-এর কাছে যখন অভিযোগ আসল, তখন তারা বলল, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য যে সমস্ত কথা-বার্তা বলা হয়, আমরা শুধু তেমন কিছু কথাই বলছিলাম। নবী (ﷺ) তাদেরকে মহান আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ○ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾

"বলো : তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফ্রী করেছো।" *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)*

কাজেই আল্লাহ তা'আলা, রিসালাত, ওহী এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলোর কোনো একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরণের কাজ করেছে তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিজেকে সংশোধন করা। তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও সম্মান দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা। ☒

মৃত্যু সংবাদ

বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্তর্গত তরফ সরতাজ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাও. মো. মুসা আলম গত ০৭ আগষ্ট-২০২৫ খ্রি. ইন্তেকাল করেছেন "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন"। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন– বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সেক্রেটারি এ. কে. এম শামসুল খান, মসজিদে মুবারক-এর সহ-সেক্রেটারি মুক্তিযোদ্ধা মো. আ. লতিফ। এছাড়া হাফেয আ. বারী, হাফেয রাকিবুল ইসলাম, মো. আ. খালেক প্রমূখ।

তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলেই দু'আ করবেন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (সেপ্টেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০২	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ২৫	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১
০৪	০৪ : ২৫	০৫ : ৪১	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ৩০
০৫	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১২	০৭ : ২৯
০৬	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১১	০৭ : ২৮
০৭	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ১০	০৭ : ২৭
০৮	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৪	০৬ : ০৯	০৭ : ২৬
০৯	০৪ : ২৮	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৫
১০	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১১	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১৩	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
১৪	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
১৫	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
১৬	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	০৩ : ২০	০৬ : ০১	০৭ : ১৭
১৭	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
১৮	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
১৯	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৩
২০	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২১	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৬	০৭ : ১১
২২	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৫	০৭ : ১০
২৩	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৪	০৭ : ০৯
২৪	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৬	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৮
২৫	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৬	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭
২৬	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫১	০৭ : ০৬
২৭	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৪	০৫ : ৫০	০৭ : ০৫
২৮	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৪
২৯	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৩
৩০	০৪ : ৩৬	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৭	০৭ : ০২

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

এক নজরে সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৬ বর্ষে প্রকাশিত বিষয়সমূহ

ক. সম্পাদকীয়

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	সাপ্তাহিক আরাফাত-এর ৬৬তম বর্ষে পদার্পণ	০১-০২
০২	ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি?	০৩-০৪
০৩	ঐক্য-সংহতি-জমঈয়ত	০৫-০৬
০৪	সামাজিক নিরাপত্তা: একটি প্রেক্ষিত আলোচনা	০৭-০৮
০৫	মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার কেন্দ্রীয় জমঈয়ত অফিস পরিদর্শন	০৯-১০
০৬	শীতের মৌসুমে বাড়তি সাওয়াব লাভের সুযোগ	১১-১২
০৭	২০২৫ শিক্ষাবর্ষে আমাদের প্রত্যাশা	১৩-১৪
০৮	কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন- ২০২৫ সফল হউক!	১৫-১৬
০৯	আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন : ঐক্যের ডাক	১৭-১৮
১০	আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন'২৫ : একটি পর্যালোচনা	১৯-২০
১১	বরকতময় রমাযানের কল্যাণে সিক্ত হোক মু'মিনের জীবন	২১-২২
১২	নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে চাই- শর'ঈ শাস্তির দৃষ্টান্ত!	২৩-২৪
১৩	বিদায় যেন হয় বিজয়ী সাজে	২৫-২৬
১৪	মুনাফিক্ব থেকে সাবধান	২৭-২৮
১৫	নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা : দেশ ও ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত	২৯-৩০
১৬	হাজ্জে বায়তুল্লাহ : তাওহীদী মহাসম্মেলন	৩১-৩২
১৭	কুরবানী : হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন	৩৩-৩৪
১৮	ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধি ও আমাদের চেতনার দায়	৩৫-৩৬
১৯	ভ্রান্ত লোকাচারের কুয়াশায় আবৃত আশুরা	৩৭-৩৮
২০	দোষারোপ নয়, সংশোধনের সংস্কৃতি গড়ি	৩৯-৪০
২১	মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি : যেন জাতীয় ব্যর্থতার প্রদর্শনী	৪১-৪২
২২	শুব্বানের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন : নতুন নেতৃত্ব, নতুন আলোর পথে	৪৩-৪৪
২৩	আদর্শ সমাজ গড়তে চাই নৈতিক গুণে গুণান্বিত নেতৃত্ব	৪৫-৪৬
২৪	ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়ত : এক নতুন অভিযাত্রার সূচনা	৪৭-৪৮
২৫	নিরবচ্ছিন্ন পথে ৬৭টি বছর : এক দীপ্ত ভোরের নাম 'আরাফাত'	৪৯-৫০

খ. আল কুরআনুল হাকীম

ক্রম:	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০১-০২
০২	ধৈর্য : মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০৩-০৪
০৩	সুখ-সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন লাভের উপায়	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০৫-০৬
০৪	ঈমানের অসার দাবি ও প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০৭-০৮
০৫	সত্যপথ ও ভ্রান্তপথ সুস্পষ্ট : ধর্মে নেই কোনো জোর-জবরদস্তি!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০৯-১০
০৬	পারস্পরিক সম্পর্ক : স্রষ্টা প্রদত্ত এক অপার রহস্যময় অনুগ্রহ!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১১-১২
০৭	যিক্‌র ও আহলে যিক্‌রের পরিচয় : উদাসীনতার নির্মম পরিণাম!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৩-১৪

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

০৮	ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাই মু'মিনের লক্ষ্য	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৫-১৬
০৯	অধিক সম্পদ লাভের মোহ : অন্তরের ব্যাধি	শাইখ মুহাম্মদ আবদুশ্ শাকূর	১৭-১৮
১০	তাক্বওয়া ও জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৯-২০
১১	আল কুরআন নাযিলের মাস	শাইখ আনীসুর রহমান মাদানী	২১-২২
১২	দান-সাদাক্বার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৩-২৪
১৩	"মাহে রমাযানের পরে কোন পথে?"	শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	২৫-২৬
১৪	হজ্জে মাবরূর : পরকালের পাথেয়	শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	২৭-২৮
১৫	ধৈর্য ও সালাত : সংকট সমাধানে কার্যকরী প্রভাব!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৯-৩০
১৬	মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, চাই পূর্ণ প্রস্তুতি!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩১-৩২
১৭	অন্তরের বিশুদ্ধতা ও কুরবানী	শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	৩৩-৩৪
১৮	দুশ্চিন্তা ও হতাশার কিছু নেই; অপেক্ষা করছে মহাসাফল্য!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৫-৩৬
১৯	অন্তরের কপটতা ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি	শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক	৩৭-৩৮
২০	নিরাপদ প্রত্যাবর্তন : নিজ ও পরিজনের মুক্তির পথ	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৯-৪০
২১	সূরাতুল আস্‌র : সময়, ঈমান ও মুক্তির চূড়ান্ত বার্তা	মুহা. রেজাউল ইসলাম	৪১-৪২
২২	মহাবিপর্যয় তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে	আবু 'আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	৪৩-৪৪
২৩	ঈমানের প্রকৃত রূপ ও মু'মিনের পরিচয়	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৫-৪৬
২৪	দু'আ : একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৭-৪৮
২৫	বিজয় ও সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রশংসা-ইস্তেগফার!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৯-৫০

গ. হাদীসুর রাসূল

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	সমকামীদের প্রতি মহান আল্লাহর লানত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০১-০২
০২	আত্মসমালোচনা: গুরুত্ব ও পদ্ধতি	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৩-০৪
০৩	সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার করণীয়	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৫-০৬
০৪	জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৭-০৮
০৫	ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৯-১০
০৬	রাস্তার হক্বসমূহ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১১-১২
০৭	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন : পরিণতি ভয়াবহ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৩-১৪
০৮	আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমল	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৫-১৬
০৯	বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৭-১৮
১০	আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন সিয়াম ও কুরআন	শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	১৯-২০
১১	মহান আল্লাহর ক্ষমার বার্তা নিয়ে রমাযানের আগমন	আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক	২১-২২
১২	মুত্তাক্বী হওয়ার অনন্য 'আমল সিয়ামে রমাযান	শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	২৩-২৪
১৩	মু'মিনদের ঈদের প্রকৃতি	শাঈখ 'আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	২৫-২৬
১৪	হাজীগণ মহান আল্লাহর মেহমান	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৭-২৮
১৫	মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৯-৩০
১৬	যিলহাজ্জ মাসের ফযীলত ও 'আমল	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩১-৩২
১৭	আরাফার দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৩-৩৪
১৮	আমানতের খেয়ানতকারীর ঈমান নেই	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৫-৩৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

১৯	মানব সৃষ্টির রহস্য ও তাকদীরের বাস্তবতা	শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী	৩৭-৩৮
২০	মুক্তির উপায়	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৯-৪০
২১	কর্ম ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল	রবিউল ইসলাম	৪১-৪২
২২	আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম মুখস্থকারীর মর্যাদা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৩-৪৪
২৩	দু'টি উত্তম কাজ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৫-৪৬
২৪	জিহ্বা ও হাতের আঘাত নয় : শান্তির বার্তা হোক মুসলিমের পরিচয়	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৭-৪৮
২৫	প্রকৃত বীর	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৯-৫০

ঘ. প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	বাংলাদেশে অলিগার্কতন্ত্র: উটপাখি ও কুমিরের বুকের চামড়ার জুতা	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০১-০২
০২	প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ﷺ)	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	০১-০২
০৩	মৌমাছি প্রসঙ্গ মহান আল্লাহর বিশেষ বড় নিয়ামত	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০১-০২
০৪	বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফদের ভূমিকা	অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ইবনু আব্দুস সাত্তার	০১-০২
০৫	আল কুরআনে দুধ উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ	ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	০৩-০৪
০৬	বিপদে পতিত হলে পাঠ করুন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন"	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০৩-০৪
০৭	আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভের সরল পথ	মিজানুর রহমান বিন আব্দুল ওয়াজেদ	০৩-০৪
০৮	প্রতারণার কুটজাল : বিব্রত নাগরিক সমাজ	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৫-০৬
০৯	ধৈর্য্য-ক্ষমা-উদারতা : সালামের সৌন্দর্য	কে. এম আব্দুল জলিল	০৫-০৬
১০	স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষাস্বরূপ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০৫-০৬
১১	আল কুরআন ও ধ্বনিবিজ্ঞান	ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	০৭-০৮
১২	প্রতারণার কুটজাল : বিব্রত নাগরিক সমাজ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৭-০৮
১৩	বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ইসলামের অবদান	ইবনু মাসউদ	০৭-০৮
১৪	দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহের পরিণাম	সংকলনে : হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	০৭-০৮
১৫	রিয্ক সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ	ভাষান্তর : শুয়াইব বিন আহমাদ	০৭-০৮
১৬	প্রতারণার কূটজাল : বিব্রত নাগরিক সমাজ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৯-১০
১৭	আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে আদল ও ইনসাফ	হাফিয শাইখ ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম মাদানী	০৯-১০
১৮	ইবাদতের মৌসুম শীতকাল	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	০৯-১০
১৯	প্রতারণার কুটজাল : বিব্রত নাগরিক সমাজ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১১-১২
২০	নিকৃষ্ট নিবাস জাহান্নাম	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	১১-১২
২১	যৌবনের দিনগুলো	অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১১-১২
২২	চিকিৎসা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য : রোগীদের কুপোকাত	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৩-১৪
২৩	মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	কে. এম আব্দুল জলিল	১৩-১৪
২৪	বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল (ﷺ)-এর নীতি ও আদর্শ	মো. আনোয়ার হোসেন	১৩-১৪
২৫	রাসূল (ﷺ)-এর পছন্দনীয় খাবার	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	১৩-১৪
২৬	মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	কে. এম আব্দুল জলিল	১৫-১৬
২৭	বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল (ﷺ)-এর নীতি ও আদর্শ	মো. আনোয়ার হোসেন	১৫-১৬
২৮	যে কাজকে মানুষ হালাল মনে করে	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	১৫-১৬
২৯	আল কুরআনের স্পর্শে জীবন হোক ধন্য	আবু মুহান্নাদ আব্দুল হাদী	১৫-১৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৩০	এবারের সম্মেলন হোক ঐক্য ও সংহতির দীপ্ত মশাল	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৭-১৮
৩১	শা'বান মাসের গুরুত্ব ও প্রচলিত শবে বরাত	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	১৭-১৮
৩২	ইস্রা ও মি'রাজ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর মু'জিযাহ্	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	১৭-১৮
৩৩	ইখলাসবিহীন 'আমল বৃথা (গুনাহ, রিয়া ও লৌকিকতা)	সং. হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া	১৭-১৮
৩৪	ঈমান এবং ঈমানের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ	কে. এম আব্দুল জলিল	১৯-২০
৩৫	ইস্রা ও মি'রাজ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর মু'জিযাহ্	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	১৯-২০
৩৬	রমাযানের পূর্বপ্রস্তুতি যেমন হওয়া প্রয়োজন	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	১৯-২০
৩৭	ইখলাসবিহীন 'আমল বৃথা (গুনাহ, রিয়া ও লৌকিকতা)	সং. হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া	১৯-২০
৩৮	এন্ডরফিন : সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন!	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২১-২২
৩৯	আল-কুরআন ও ধ্বনীবিজ্ঞান	ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	২১-২২
৪০	রমাযান সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২১-২২
৪১	সিয়ামের আদব	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	২১-২২
৪২	ক্বিয়ামুল লাইল আদায়ের সহজ উপায়	মাযহারুল ইসলাম	২১-২২
৪৩	এন্ডরফিন : সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন!	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৩-২৪
৪৪	তরুণ প্রজন্মের মাঝে দাওয়াহ : চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয়	আব্দুল্লাহ্ আল মিসবাহ	২৩-২৪
৪৫	ই'তিকাফ : লাইলাতুল ক্বদ্‌র পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ	মাহমুদুল হাসান নাঈম	২৩-২৪
৪৬	মহান আল্লাহর পথে আহ্বান	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	২৩-২৪
৪৭	আমরা যেভাবে ঈদুল ফিতর উদযাপন করব	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	২৫-২৬
৪৮	শাওয়াল মাসের সিয়াম ও অন্যান্য নফল সিয়াম	এ. কে. ইব্রাহিম বিন হাসান	২৫-২৬
৪৯	আল-আকসায় ইসরাঈলী হামলা : মুসলিম কমিউনিটির সতর্কবার্তা	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৭-২৮
৫০	ভারতের 'ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল–২০২৫ মুসলিম ধর্মীয় সম্পত্তির ওপর হিন্দুত্ববাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ	মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	২৭-২৮
৫১	ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান : আমাদের করণীয়	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	২৭-২৮
৫২	রমাযানের শিক্ষা ও পরবর্তী জীবন	আব্দুল্লাহ্ আল মিসবাহ	২৭-২৮
৫২	গ্রীষ্মকাল : আসুন উপদেশ গ্রহণ করি	শাইখ হারুনুর রশীদ মাদানী	২৭-২৮
৫৪	শাওয়াল মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	২৭-২৮
৫৫	ভারতের চানক্যনীতি : একটি অনপেক্ষ পর্যালোচনা	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৯-৩০
৫৬	মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে আসহাবে রাসূল (ﷺ)	কে. এম আব্দুল জলিল	২৯-৩০
৫৭	যিলক্বদ একটি মহিমান্বিত মাস	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	২৯-৩০
৫৮	'ইবাদতের পরিচয় ও শর্তাবলী	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	২৯-৩০
৫৯	কুরবানীর পরিচয় ও ইতিহাস	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	৩১-৩২
৬০	এক নজরে 'উমরাহ্ এবং হজ্জ	জান্নাতুল মহল	৩১-৩২
৬১	প্রসঙ্গ : ইসলামে আহারনীতি	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৩-৩৪
৬২	দু'আ : একটি পর্যালোচনা	অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ	৩৩-৩৪
৬৩	কুরবানী সংক্রান্ত কতিপয় ভুল-ত্রুটি	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৩-৩৪
৬৪	যিলহাজ্জ মাসের মাহাত্ম্য, ফযীলত ও বিশেষ 'আমল	মেহেদী হাসান সাকিফ	৩৩-৩৪
৬৫	মুহার্‌রম ও আশুরা : গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়	আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	৩৫-৩৬
৬৬	দু'আ : একটি পর্যালোচনা	অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ	৩৫-৩৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৬৭	মু'জিযাহ্ : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা	শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী	৩৭-৩৮
৬৮	দু'আ : একটি পর্যালোচনা	অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ	৩৭-৩৮
৬৯	রহমাতুল্লিল 'আলামীন	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৩৭-৩৮
৭০	মাজলিসের ফযীলত ও গুরুত্ব : একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা	জান্নাতুল মহল	৩৭-৩৮
৭১	পিতা-মাতার স্নেহ-ছায়া ও সন্তান গঠনের পথনির্দেশ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৩৯-৪০
৭২	দু'আ : একটি পর্যালোচনা	অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ	৩৯-৪০
৭৩	দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা	আব্দল্লাহ্ আল নুমান	৩৯-৪০
৭৪	বিবাহোত্তর ওলিমা : সুন্নাহসম্মত আয়োজনের সুষম নির্দেশনা	জান্নাতুল মহল	৩৯-৪০
৭৫	মৃত্যু : অন্তিম গন্তব্যের পথ	সংকলন : শাইখ আব্দুর রহমান বিন আনিসুর রহমান	৪১-৪২
৭৬	সালাতুল লাইল : মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছানোর সহজ পথ	মাযহারুল ইসলাম	৪১-৪২
৭৭	ওযূ : পবিত্রতার পথে নেকীর সোপান	জান্নাতুল মহল	৪১-৪২
৭৮	শান্তির ভিত্তি : নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন	আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ	৪১-৪২
৭৯	গাজাবাসীর আর্তনাদ যেন সভ্যতার ভ্রূকুটি	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৩-৪৪
৮০	চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসকের মর্যাদা	আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী	৪৩-৪৪
৮১	'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার একটি বহিঃপ্রকাশ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৪৩-৪৪
৮২	কথা বলার আদব অথবা জিহ্বার ব্যবহার প্রসঙ্গ	হোসাইন মঈন	৪৩-৪৪
৮৩	জাতীয় স্বার্থ বনাম ব্যক্তি স্বার্থ	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	৪৩-৪৪
৮৪	ঈদে মীলাদুন্নাবী : পরিচয়, উৎপত্তি, শরয়ী হুকুম ও করণীয়	আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	৪৫-৪৬
৮৫	কিয়ামতের পূর্বাভাস : অদ্ভূত পশু দাব্বাতুল আরয	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী	৪৫-৪৬
৮৬	হাদীসের গুরুত্ব এবং সহীহ ও জাল হাদীসের প্রামাণিকতা	কে. এম আব্দুল জলিল	৪৫-৪৬
৮৭	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন	৪৫-৪৬
৮৮	জুমু'আর দিন : মহান রবের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৪৭-৪৮
৮৯	শিশুকাব্য চর্চা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	৪৭-৪৮
৯০	শিক্ষা অর্জনে প্রতিজ্ঞা	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৪৭-৪৮
৯১	তাসবীহ গণনা : অজ্ঞতার অন্ধকারে আর কতদিন?	জান্নাতুল মহল	৪৭-৪৮
৯২	ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মায়োপিয়া : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৭-৪৮
৯১	আলোকিত জীবন : মুহাম্মদী চেতনা	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৪৯-৫০
৯২	জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ শ্রবণ প্রসঙ্গ	জান্নাতুল মহল	৪৯-৫০

৬. ক্বাসাসুল কুরআন/হাদীস

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেখা এক স্বপ্নের বর্ণনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০১-০২
০২	নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৩-০৪
০৩	একজন মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৫-০৬
০৪	দুই বাগান মালিকের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৭-০৮
০৫	'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৯-১০
০৬	সন্তানের প্রতি লুক্বমান (আলাইহিস সালাম)-এর উপদেশ	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১১-১২
০৭	হত্যাকারী এক লোকের তাওবাহ্	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৩-১৪
০৮	'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সূরা 'আবাসা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৫-১৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০৯	গুনাহ মাফের মাস রমাযান	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২১-২২
১০	আসহাবে কাহাফের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৩-২৪
১১	রাসূল (ﷺ)-এর সাদাদিধে জীবন যাপন	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৫-২৬
১২	কুরআনে বর্ণিত কারূনের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৭-২৮
১৩	রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে একদিন	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৯-৩০
১৪	হাবীল ও কাবীলের কুরবানী	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩১-৩২
১৫	যম্‌যম্ কূপ ও কাবাঘর নির্মাণের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩৩-৩৪
১৬	আসহাবে কাহাফের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩৫-৩৬
১৭	সূরা ফীলে বর্ণিত হাতিওয়ালাদের ঘটনা	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৩৯-৪০
১৮	রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম বক্ষ বিদারণ	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৪১-৪২
১৯	সূরা আল কাহ্‌ফ-এ বর্ণিত বাগানের মালিক দুই ব্যক্তির ঘটনা	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৪৩-৪৪
২০	খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৪৫-৪৬
২১	ক্বওমে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর অপকর্ম	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৪৭-৪৮
২২	সত্যবাদী চোর	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৯-৫০

চ. বিশেষ মাসায়িল

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	অহেতুক চিন্তার কারণে সালাতে মনোযোগ নষ্ট হয়: করণীয় কী?	০১-০২
০২	কোন্ কোন্ ‘আমলের মাধ্যমে রিয্‌ক-এর প্রশস্ততা বাড়ে?	০৫-০৬
০৩	কীভাবে ফর্‌য গোসল সম্পন্ন করতে হয়?	০৯-১০
০৪	পুত্রবধূ কি শ্বশুড়-শাশুড়ির সেবা করতে বাধ্য?	১৩-১৪
০৫	অলী-আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণের বিধান	১৭-১৮
০৬	যাকাতুল ফিত্‌র : কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য	২৩-২৪
০৭	বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের পছন্দ-অপছন্দ : প্রয়োজনীয় মাসায়েল	২৭-২৮
০৮	‘ইবাদতে প্রদর্শনী একটি জঘন্য কাজ?	৩১-৩২
০৯	নফল ‘ইবাদত কী সত্যিই ফযীলতপূর্ণ?	৩৫-৩৬
১০	কোনো আলেমকে মাওলানা বলা যাবে কী	৩৯-৪০
১১	আমরা কীভাবে নাফসে মুতমাইন্নার গুণে গুণান্বিত হব?	৪৩-৪৪
১২	কুরআন কি মহান আল্লাহর সৃষ্টি?	৪৭-৪৮

ছ. বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় খতমে ইউনুস পাঠ	০৩-০৪
০২	আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুম্বন করে চোখে বুলানো	১১-১২
০৩	জ্যোতিষশাস্ত্র ও রাশিচক্রে বিশ্বাস –মুহাম্মদ ‘আবদুল হাই	১৫-১৬
০৪	সওম হোক বিদ‘আতমুক্ত!	১৯-২০
০৫	মহানবী (ﷺ) বেঁচে থাকাকালীন ঈদের দিনের একটি ঘটনা	২৫-২৬
০৬	একটি নেক ‘আমলের ওয়াসিলায় বার বার মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া যাবে কি?	২৯-৩০

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০৭	অকাল মৃত্যু নয়; সঠিক সময়েই মৃত্যু সংঘটিত হয়	৩৩-৩৪
০৮	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের মাটি কি আরশ ও কুরসীর চেয়েও উত্তম?	৩৭-৩৮
০৯	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া : সত্য-মিথ্যার ফয়সালা	৪১-৪২
১০	মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে ‘আমল বাতিল?	৪৫-৪৬

জ. অন্যান্য

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	নিভৃত ভাবনা : দলীয় শাসনের বীভৎস দুঃশাসন ও আশান্বিত প্রত্যাশার প্রস্তাবনা	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	০১-০২
০২	বিশেষ প্রতিবেদন : NTRCA’র দুর্নীতি : নিবন্ধনধারীদের জীবন দুর্বিষহ! প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ জরুরি	মো. আব্দুল মোমেন	০১-০২
০৩	কিশোর ভুবন : ছোটদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)	সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	০১-০২
০৪	পরিবেশ-প্রকৃতি : দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী	আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী	০৩-০৪
০৫	সাহাবা চরিত : একজন মহিয়ষী নারী উম্মুল হাকীম বিনতুল হারেস	আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী	০৩-০৪
০৬	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : অন্যায়কে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে	মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	০৩-০৪
০৭	নিভৃত ভাবনা : শিক্ষার্থীর আশার আলো শিক্ষক	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	০৩-০৪
০৮	মহিলা জগৎ : নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	০৩-০৪
০৯	আলোর পরশ : সরল দীন: যা জানা আবশ্যক	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	০৩-০৪
১০	নিভৃত ভাবনা : স্মৃতিপটে ‘বিদায় হজ্জ’ কবিতা	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	০৫-০৬
১১	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : আমাদের সমস্যা ও সমাধান	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	০৫-০৬
১২	বিজ্ঞান ও বিস্ময় : ব্রেইন ওয়েভস (মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ)-এর রহস্য	মো. হারুনুর রশিদ	০৫-০৬
১৩	সাহাবা চরিত : রিবঈ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)	আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী	০৭-০৮
১৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : বসরার শাসকের কাছে ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র চিঠি	মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	০৭-০৮
১৫	অভিব্যক্তি : সেলফি ও ভাইরালের আচার সমাচার	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	০৭-০৮
১৬	সমাজচিন্তা : রাষ্ট্র সংস্কার : এখন সময়ের দাবি	মো. কায়সার আলী	০৭-০৮
১৭	আলোর পরশ : সরল দীন: যা জানা আবশ্যক	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	০৭-০৮
১৮	অভিমত : বায়তুল মুকাররম-এ খতীব নিয়োগ : একটি অভিব্যক্তি	মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত	০৭-০৮
১৯	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : “ইসকনের বর্বরতা : বাংলায় জয় শ্রী রামের সুর”	তানযীল আহমাদ	০৯-১০
২০	নিভৃত ভাবনা : ‘উমরাহ্ পালনের অভিজ্ঞতা এবং কিছু জিজ্ঞাসা	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০৯-১০
২১	সমাজ চিন্তা : সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা	সংকলনে : মুহাম্মদ রমজান মিয়া	০৯-১০
২২	আলোর পরশ : সরল দীন: যা জানা আবশ্যক	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	০৯-১০
২৩	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : যে মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলায় প্রথম কারাবরণ করেন	আব্দুস সাত্তার	১১-১২
২৪	ইতিহাস ঐতিহ্য : পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র	মো. কায়সার আলী	১১-১২
২৫	সমাজচিন্তা : বিপদগামী যুবসমাজ; হুমকির মুখে বিশ্ব মানবসভ্যতা	শুয়াইব বিন আহমাদ	১১-১২
২৬	আন্তর্জাতিক : সিরিয়ার বিজয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	১১-১২
২৭	অভিমত : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা ও পরামর্শ	আহসান শেখ	১১-১২
২৮	মহিলা জগত : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা	সম্পাদনায় : হাফিয আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	১১-১২

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
২৯	আলোকিত জী. : মো. বিন আ. ওয়াহহাব এবং বাইতুল হারামের ইতিকথা	মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	১৩-১৪
৩০	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : ফেরেশ্‌তাদের দু'আ পেয়ে জীবন হোক ধন্য	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	১৩-১৪
৩১	সমাজ চিন্তা : ইসলামী শিষ্টাচার বা আদব	সংকলনে : হাফিয মুহা. আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	১৩-১৪
৩২	অভিব্যক্তি : আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	১৩-১৪
৩৩	অভিমত : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা ও পরামর্শ	আহসান শেখ	১৩-১৪
৩৪	মহিলা জগত : নওয়াব সলিমুল্লাহ : বাংলার নারী শিক্ষার অগ্রদূত	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৫-১৬
৩৫	আলোকিত জীবন : সাংবাদিকতায় মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র অবদান	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	১৫-১৬
৩৬	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : আমাকে একজন কর্মী দাও	ডা. সুলতান আহমদ	১৫-১৬
৩৭	বিস্ময়-বৈচিত্র : জিনতত্ত্ব বিশ্লেষণ	সংকলনে– উম্মে ফাইযা	১৫-১৬
৩৮	সমাজচিন্তা : সমাজে প্রচলিত ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কারসমূহ	সম্পাদনায়- হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	১৫-১৬
৩৯	সমাজ চিন্তা : বাড়ন্ত বয়সে উড়ন্ত জল্পনা'র বিড়ম্বনা	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	১৭-১৮
৪০	ইতিহাস-ঐতিহ্য : শিক্ষা, শিল্প ও সম্প্রীতির আরেক নাম বল্লা	মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন	১৭-১৮
৪১	অভিমত : অসীম প্রেরণার উৎস প্রতিবন্ধীরা	মো. কায়সার আলী	১৭-১৮
৪২	স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা : স্মৃতি শক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাধিসমূহ	ডা. মুহাম্মদ শামসুল আলম	১৭-১৮
৪৩	আলোকিত জী. : শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক	ড. মো. ওসমান গনী/প্র. ড. আবুল হাসান এম সাদেক	১৯-২০
৪৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : কল্যাণময় রমাযান ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান	মুহাম্মদ গোলাম রহমান	১৯-২০
৪৫	সমাজচিন্তা : মাদকের ভয়াবহ কালো থাবা এবং একজন ঐশী	মো. কায়সার আলী	১৯-২০
৪৬	স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা : রমাযান ও আমাদের স্বাস্থ্য	ডা. মুহাম্মদ শামসুল আলম	১৯-২০
৪৭	আলোকিত জীবন : "আল্লামা মো. আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) : বাংলার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ"	লেখায় : নাঈম বিন উবায়দুল্লাহ	২১-২২
৪৮	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : রমাযান মাস : আনন্দ ও সংযমের এক অনন্য মোহনা	আবূ সাআদ আব্দুল মোমেন	২১-২২
৪৯	অভিমত : সিয়াম সাধনা : তাক্বওয়া অর্জনের পথ	মো. কায়সার আলী	২১-২২
৫০	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)'র উত্তরাধিকার : অন্তিম আলোকরশ্মি	আহমাদ রফিক	২৩-২৪
৫১	সমাজচিন্তা : স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকা	মাযহারুল ইসলাম	২৩-২৪
৫২	অভিমত : শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠ উপহার ক্রেস্ট নয়, বই	মো. কায়সার আলী	২৩-২৪
৫৩	মহিলা জগত : ধর্ষণের জালে বন্দী নারী : কোথায় মুক্তি	ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা	২৩-২৪
৫৪	আন্তর্জাতিক : ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও মিসর সংকট	অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান ইবন আব্দুস সাত্তার	২৩-২৪
৫৫	সমাজচিন্তা : বর্ষবরণ ও শরঈ বিধান	আরাফাত ডেস্ক	২৫-২৬
৫৬	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি	সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া	২৫-২৬
৫৭	অভিমত : যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম	মো. কায়সার আলী	২৫-২৬
৫৮	নিভৃত ভাবনা : ইহুদী-নাসারাদের চক্রান্ত	এইচ. আর আবু হোরায়রা	২৫-২৬
৫৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট কী? কীভাবে কাজ করে	আরাফাত ডেস্ক	২৭-২৮
৬০	বিশেষ প্রতিবেদন : ভারতের মুসলমানরা রাষ্ট্রের কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার : বিজেপি আমলে এক গভীর সংকট!	মো. রেজাউল ইসলাম	২৯-৩০

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৬১	সমাজচিন্তা : বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ	মাহফুজুর রহমান ইবনে আব্দুস সাত্তার	২৯-৩০
৬২	নিভৃত ভাবনা : ১১ মে : আমাদের প্রেরণার বাতিঘর	শাহাদাত আনসারী	২৯-৩০
৬৩	আলোর পরশ : সরল দীন : যা জানা আবশ্যক	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	২৯-৩০
৬৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : বজ্রপাত : বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা	প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম	৩১-৩২
৬৫	সাময়িক প্রসঙ্গ : ভালো নেই ভারতের মুসলমানগণ	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৩১-৩২
৬৬	নিভৃত ভাবনা : কুরবানীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ুক সমগ্র বিশ্বে	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	৩১-৩২
৬৭	ইতিহাস-ঐতিহ্য : প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি সিরিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তানের দিকে	লেখক : মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	৩১-৩২
৬৮	মহিলাজগৎ : মুসলিম নারীর নান্দনিক বৈশিষ্ট্য	মুফতি কামাল উদ্দিন মোল্লা	৩১-৩২
৬৯	বিশেষ প্রতিবেদন : ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীর : একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	আরাফাত ডেস্ক	৩৩-৩৪
৭০	নিভৃত ভাবনা : আত্মত্যাগের মহিমায় ঈদ : মনের পশুত্ব দমনই কুরবানীর মূল লক্ষ্য	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	৩৩-৩৪
৭১	আলোকিত জীবন : দীপ্ত পুরুষ ফাত্হে কাদিয়ান সানাউল্লাহ অমৃতসরী	নাঈম বিন উবায়দুল্লাহ	৩৫-৩৬
৭২	সাময়িক প্রসঙ্গ : বাবা, তুমিই সেরা	মো. কায়সার আলী	৩৫-৩৬
৭৩	আত্মগঠন : ইব্রা-হীমী চেতনা	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৩৫-৩৬
৭৪	নিভৃত ভাবনা : আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় ও জাতির কাণ্ডারী	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	৩৫-৩৬
৭৫	পরিবেশ-প্রকৃতি : প্রাকৃতিক রসগোল্লা লিচু	এম. কে. আলী	৩৫-৩৬
৭৬	আলোকিত জীবন : মুহাম্মাদী জীবন চরিত	মাযহারুল ইসলাম	৩৭-৩৮
৭৭	বিশেষ প্রতিবেদন : ভারতের সংখ্যালঘু সমাচার	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৭-৩৮
৭৮	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক চিহ্ন ওয়্যার সিমেট্রি	মো. কায়ছার আলী	৩৭-৩৮
৭৯	স্মৃতিচারণ : প্রিয়, কেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকো?	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	৩৭-৩৮
৮০	বিজ্ঞান ও বিস্ময় : একাউন্ট হ্যাক থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়	আরাফাত ডেস্ক	৩৭-৩৮
৮১	নিভৃত ভাবনা : কলমের অবদান	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৩৭-৩৮
৮২	পরিবেশ-প্রকৃতি : বায়ু দূষণ : বিজ্ঞান ও ইসলামের আলোকে এক বিবেকবান প্রতিফলন	আরাফাত ডেস্ক	৩৭-৩৮
৮৩	কিশোর ভুবন : খেজুর গাছের কান্না (সত্য ঘটনা অবলম্বনে)	আবু ফাইয়ায জি রহমান	৩৭-৩৮
৮৪	আলোকিত জীবন : প্রফেসর অধ্যক্ষ আব্দুন নূর সালাফী	ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৩৯-৪০
৮৫	সাময়িক প্রসঙ্গ : সফর মাস প্রসঙ্গ	আরাফাত ডেস্ক	৩৯-৪০
৮৬	মহিলা জগৎ : পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের ইসলাম গ্রহণ : একটি বিশ্লেষণ	মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	৩৯-৪০
৮৭	আত্মগঠন : তারুণ্যের শক্তি : কিছু কথা	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৯-৪০
৮৮	নিভৃত ভাবনা : বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৩৯-৪০
৮৯	পরিবেশ-প্রকৃতি : প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ইসলাম	আরাফাত ডেস্ক	৩৯-৪০
৯০	আলোকিত জীবন : উপমহাদেশের আকাশে দীপ্তিমান তারা : শেরে আহলে হাদীস : আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর	নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ	৪১-৪২
৯১	বিশেষ প্রতিবেদন : আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কৌশল : কিছু প্রস্তাবনা	ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৪১-৪২

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৯২	ফিলিস্তিন সংকট ও মুসলিম বিশ্ব	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৪১-৪২
৯৩	সমাজচিন্তা : ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি : একটি বিশ্লেষণ	মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান	৪১-৪২
৯৪	নিভৃত ভাবনা : শরয়ী পথে রুযীর সন্ধান ও সাফল্যের দর্শন	আবু মুহান্নাদ	৪১-৪২
৯৫	সাহাবা চরিত : ইসলামের নিবেদিত কবি : হাসান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)	রবিউল ইসলাম	৪৩-৪৪
৯৬	মহিলা জগৎ : আল্লাহর প্রিয় নারীদের গুণাবলি	মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	৪৩-৪৪
৯৭	আত্মগঠন : ভদ্রতার স্বরূপ সন্ধানে	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৪৩-৪৪
৯৮	নিভৃত ভাবনা : ওয়াসীয়াত	জান্নাতুল মহল	৪৩-৪৪
৯৯	কিশোর ভুবন : পিঁপড়াদের উপত্যকায় সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)	ইবনে এস. এ বাকী	৪৩-৪৪
১০০	বিজ্ঞান-প্রযুক্তি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ : বন্ধু না প্রতিদ্বন্দ্বী?	আরাফাত ডেস্ক	৪৩-৪৪
১০১	বিশেষ প্রতিবেদন : পুশইন সংকটে বাংলাদেশ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৫-৪৬
১০২	দেশ ভাগ-১৯৪৭ : প্রেক্ষিত ও প্রভাব	মো. মজিবুর রহমান	৪৫-৪৬
১০৩	সমাজচিন্তা : টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার; ইসলাম কী বলে?	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৪৫-৪৬
১০৪	আত্মগঠন : কর্মের অপারগতা	আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন	৪৫-৪৬
১০৫	নিভৃত ভাবনা : মৃত্যুর প্রস্তুতিতে তাওবাহ্-ইস্তিগফার	জান্নাতুল মহল	৪৫-৪৬
১০৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : বিজ্ঞানের অবদান	ইসরাত পারভীন মৌসুমী	৪৫-৪৬
১০৭	কিশোর ভুবন : মাকড়সা ও মহান আল্লাহর ওপর ভরসা	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৫-৪৬
১০৮	বিজ্ঞান ও বিস্ময় : ডিজিটাল মুদ্রা ও ব্লকচেইন : নতুন অর্থনৈতিক বিপ্লব	মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	৪৭-৪৮
১০৯	আত্মগঠন : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা	মো. মনিরুজ্জামান	৪৭-৪৮
১১০	নিভৃত ভাবনা : সালাত : রবের সাথে আলাপন	আব্দুল্লাহ আল আসিফ	৪৭-৪৮
১১১	ইতিহাস-ঐতিহ্য : সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী : বায়তুল মুকাদ্দাস জয়-এর পূর্বে	নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ	৪৭-৪৮
১১২	বিশেষ প্রতিবেদন : 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার একটি পর্যালোচনা'	আহমাদ বিন আব্দুস সালাম	৪৯-৫০
১১৩	সমাজচিন্তা : মাদকের কবলে যুবসমাজ	মো. সাব্বির আহমেদ বিন সাইফুল ইসলাম	৪৯-৫০
১১৪	নিভৃত ভাবনা : আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৯-৫০
১১৫	কিশোর ভুবন : আকাশ থেকে নামবেন এক মহান অতিথি	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৯-৫০

ঝ. জমঈয়ত সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতা / উত্তরা এলাকা জমঈয়তের অফিস উদ্‌বোধন / দিনাজপুর জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা / পাঁচরুখীতে জমঈয়ত ও শুব্বানে মাসিক সভা	০৩-০৪
০২	খুলনা জেলা জমঈয়তের কর্মী ও সুধী সমাবেশ	০৫-০৬
০৩	কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন / নোয়াগাঁও-কালনী, পাঁচরুখী ও কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের তাবলীগী সভা	০৭-০৮
০৪	জমঈয়ত কার্যালয়ে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা / ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের কাউন্সিল	০৯-১০
০৫	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ / কামারপাড়া-ধরঙ্গারটেক শাখা গঠন / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর / রংপুর বিভাগীয় কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা / রংপুরে	১১-১২

	জামে মসিজদ উদ্বোধন ও লাহিড়ী হাট মসজিদ পরিদর্শন	
০৬	ইসলামিক ফাউন্ডেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশন	১৩-১৪
০৭	ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন	১৫-১৬
০৮	নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের মহাসম্মেলন	১৭-১৮
০৯	নোয়াগাঁও-কালনী এলাকার দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন	১৯-২০
১০	মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়-২০২৫ ঈ. চূড়ান্ত হেফয প্রতিযোগিতা / নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের রমাযান শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৩-২৪
১১	ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের ইফতার মাহফিল ও সেমিনার / ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ–২০২৫ ঈ.	২৫-২৬
১২	নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসরাঈল কর্তৃক বর্বরচিত হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে / কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচি	২৭-২৮
১৩	সাউদী সফর শেষে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির দেশে প্রত্যাবর্তন / কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি (সংযোজনী প্রতিবেদন) / ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সালাফী মসজিদে হামলা ভাংচুর কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগ / নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ইসলাম বিরোধী সুপারিশমালার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ / অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে এবং কুনূতে নাযেলা পাঠের আহ্বান	২৯-৩০
১৪	কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের ভাওরাইদের অসহায় মুসলিম পুনর্বাসন প্রকল্প পরিদর্শন / কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল-এর কুষ্টিয়ায় সফর ও মসজিদ উদ্বোধন / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের নিয়মিত সাংগঠনিক সফর / সাউদী ধর্মমন্ত্রণালয়ের দা'ওয়াতী প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে সফর / জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যক্রম নিয়ে জনৈক ব্যক্তির অযৌক্তিক মন্তব্যের প্রতিবাদে সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়ত	৩১-৩২
১৫	ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ঈদুল আযহার জামা'আত	৩৩-৩৪
১৬	ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে ইসলামী আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান / জমঈয়ত সভাপতি'র ডিমলায় সাংগঠনিক সফর ও জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান / চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত / টাঙ্গাইলে ৬৪তম দা'ওয়াতী সফর ও জুমুআর খুতবা সফলভাবে সম্পন্ন / মাদ্‌রাসা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরাবিয়া ও মসজিদ কমপ্লেক্সের পুণঃনির্মাণ উদ্বোধন / কালনী নোয়াগাঁওয়ে জমঈয়তের মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত	৩৫-৩৬
১৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সভা / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / আড়াইহাজারে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে ৩৪তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	৩৭-৩৮
১৮	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের উদ্যোগে জুমু'আর খুতবাহ্ ও দাওয়াতি সফর / হারাগাছে জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত : নতুন কমিটি ঘোষণা / চাঁপাইনবাবগঞ্জে জমঈয়তের তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত : জেলা কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত / কালনী নোয়াগাঁওয়ে জমঈয়তে আহলে হাদীস ও শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	৩৯-৪০
১৯	টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তের ইমাম সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন / যশোর জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত / জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়া পরিদর্শন / উত্তরা দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা জমঈয়ত গঠন / পাঁচরুখীতে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৩৫তম মাসিক তাবলিগ আলোচনা অনুষ্ঠিত	৪১-৪২
২০	উত্তরখান এলাকা জমঈয়তের কমিটি গঠন / পাতিরা-ডুমনি এলাকা জমঈয়ত গঠন / সাতক্ষীরা সদর এলাকা জমঈয়তের কমিটি পুনর্গঠন / সাতক্ষীরার ঘোনা এলাকায় আহলে হাদীসের নতুন কমিটি গঠিত	৪৩-৪৪
২১	ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অভিষেক কাউন্সিল / রংপুর জেলা জমঈয়তের ১০ম কাউন্সিল	৪৭-৪৮

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২২ সেপ্টেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

	অনুষ্ঠিত / ঢাকা মহানগর উত্তর উত্তরখান জমঈয়তের আলোচনা সভা ও সুধী সম্মেলন সফল করার প্রস্তুতি সভা / কাজীবাড়ি মৈনারটেক শাখা গঠিত	

ঞ. শুব্বান সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	কেন্দ্রীয় শুব্বানের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত / মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	০৫-০৬
০২	অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ: আমাদের সংস্কার ভাবন শীর্ষক আলোচনা / বংলাদুয়ার শুব্বান শাখা পুনর্গঠন ও মাসিক আলোচনা সভা	০৭-০৮
০৩	ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের কর্মীসম্মেলন / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শুব্বানের আহ্বায়ক কমিটির সভা / কুমিল্লা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	১১-১২
০৪	সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের ৮ম জেলা কাউন্সিল ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত / নোয়াগাঁও কালনী এলাকার মাসিক আলোচনা সভা	১৩-১৪
০৫	কেন্দ্রীয় শুব্বানের আলোচনা সভা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	১৫-১৬
০৬	আহলে হাদীস মসজিদে সংঘটিত বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ / ওয়াক্ফ সংশোধনী নামক কালো আইনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ	১৯-২০
০৭	জমঈয়তে শুব্বান আহলে হাদীস পাবনা জেলার ১০ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / নারায়ণগঞ্জে শুব্বানের আয়োজনে আরেফ প্রশিক্ষণ ও জেলা শুব্বান পুনর্মিলনী / বগুড়া জেলা শুব্বানের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সফলভাবে অনুষ্ঠিত / গাবতলী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন	৩৫-৩৬
০৮	সিলেট জেলা শুব্বানের কাউন্সিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত – নতুন কমিটি গঠিত / মাসিক আলোচনা সভার (৩৯তম পর্ব) অনুষ্ঠিত	৩৭-৩৮
০৯	আক্বীদাহ ও সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান-২০২৫ ইং এর ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ / শেরপুর উপজেলা শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩৫-৩৬
১০	শুব্বানের ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত	৪৩-৪৪
১১	শুব্বানের দায়িত্ব হস্তান্তর বৈঠক অনুষ্ঠিত / কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৪০তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / হাকিমপুরে জুমু'আর খুতবাহ্, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন / নারায়ণগঞ্জে জমঈয়ত আহলে হাদীস ও শুব্বানের আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান	৪৭-৪৮

ট. যারা ইন্তিকাল করেছেন

ক্রম	নাম	জেলা/উপজেলা/থানার নাম	সংখ্যা
০১	মৌলভী মো. শহিদুর রহমান মাস্টার	তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	০৩-০৪
০২	আলী হোসেন বিশ্বাস	জাফর নগর, ঝিকরগাছা, যশোর	০৫-০৬
০৩	আব্দুস সালাম বি.কম	মালিবাগ, বংশাল	০৭-০৮
০৪	আলহাজ্জ আজিজুল ইসলাম মণ্ডল	পশ্চিমপাড়া, গাইবান্ধা	২৩-২৪
০৫	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী	মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা	২৭-২৮
০৬	মুহাম্মাদ রবিউল্লাহ মুন্সি	গাজীপুর	১৫-১৬
০৭	শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)	গোদাগাড়ী, রাজশাহী	৩৭-৩৮
০৮	মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন	গজারিয়া, গাইবান্ধা	৩৭-৩৮
০৯	জনাব মুহা. আব্দুল লতিফ		৩৭-৩৮
১০	আলহাজ্জ মাহবুবুর রহমান	গাইবান্ধা	৩৭-৩৮
১১	মাওলানা মোহাম্মদ আলী	ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	৪৩-৪৪
১২	মাওলানা এ.এইচ.এম আব্দুল্লাহ	ঘোনা, সাতক্ষীরা	৪৭-৪৮

১৩	মাও. মো. মুসা আলম	তরফ সরতাজ এলাকা, বগুড়া	৪৯-৫০

ঠ. জিজ্ঞাসা ও জবাব

✽ **ফাতাওয়া বোর্ড,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

ড. প্রচ্ছদ পরিচিতি

ক্রম	নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	বজরা শাহী মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০১-০২
০২	হাদুম মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৩-০৪
০৩	গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৫-০৬
০৪	ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৭-০৮
০৫	সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৯-১০
০৬	আল-জায়তুনা মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১১-১২
০৭	এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৩-১৪
০৮	মানসৌরি গ্রেট মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৫-১৬
০৯	আল-আযহার মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৭-১৮
১০	আল সালেহ মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৯-২০
১১	স্ট্রাসবুর্গ গ্রান্ড মসজিদ	আবু ফাইয়ায	২১-২২
১২	আলোর পাহাড় : যেখানে অবতীর্ণ হয় আল কুরআন	আবু ফাইয়ায	২৩-২৪
১৩	স্পেন ও কর্ডোভা মাসজিদ	আবু ফাইয়ায	২৫-২৬
১৪	মসজিদ আল আকসা'র ইতিকথা	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২৭-২৮
১৫	ইস্ট লন্ডন মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২৯-৩০
১৬	মক্কার দ্বিতীয় বৃহৎ স্থাপনা মসজিদ আল রাযী	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৩১-৩২
১৭	কাবা : ভূমণ্ডলে নির্মিত প্রথম ঘর	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৩৩-৩৪
১৮	ইস্ট লন্ডন মসজিদ : ব্রিটেনে ইসলামের দীপ্ত প্রতীক	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৩৫-৩৬
১৯	বিশ্বের বৃহত্তম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবে	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৩৭-৩৮
২০	ইসলামিক সোসাইটি অব বস্টন কালচারাল সেন্টার (ISBCC), ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৩৯-৪০
২১	শান্তি, ঐক্য ও ইসলামী স্থাপত্যের প্রতীক নাইজেরিয়ার জাতীয় মসজিদ	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪১-৪২
২২	ষাট গম্বুজ মসজিদ : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৩-৪৪
২৩	মসজিদ বাব আল সালাম, ওমান মরুর বুকে শান্তির আধুনিক মরূদ্যান	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৫-৪৬
২৪	সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ : ওমানের ইসলামী স্থাপত্যের মহাকাব্য	আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৭-৪৮
		আবু ফাইয়ায জি. রহমান	৪৯-৫০

আলহামদুলিল্লাহ ৬৬ বর্ষ সমাপ্ত

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

Electrical Machine Lab

Library

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

Computer Lab

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

Permanent Campus

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

MEMBER
ATAB MEMBER

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice